- অ্যার্জে -

★

দুঃসাহসী

টিনটিন

চাঁদে টিনটিন

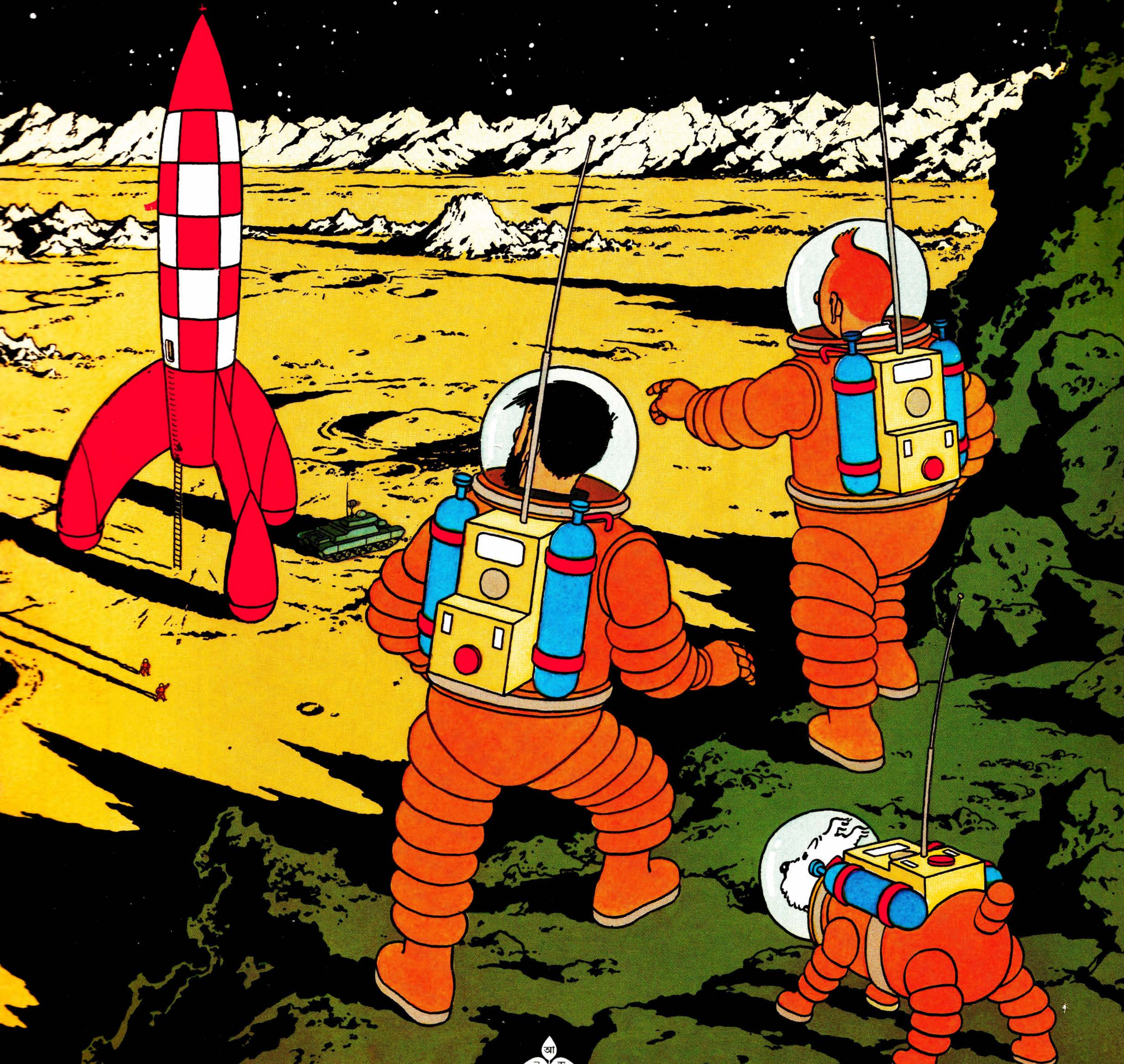

আনন্দ

অ্যার্জে

★

দুঃসাহসী

টিনটিন

★

চাঁদে টিনটিন

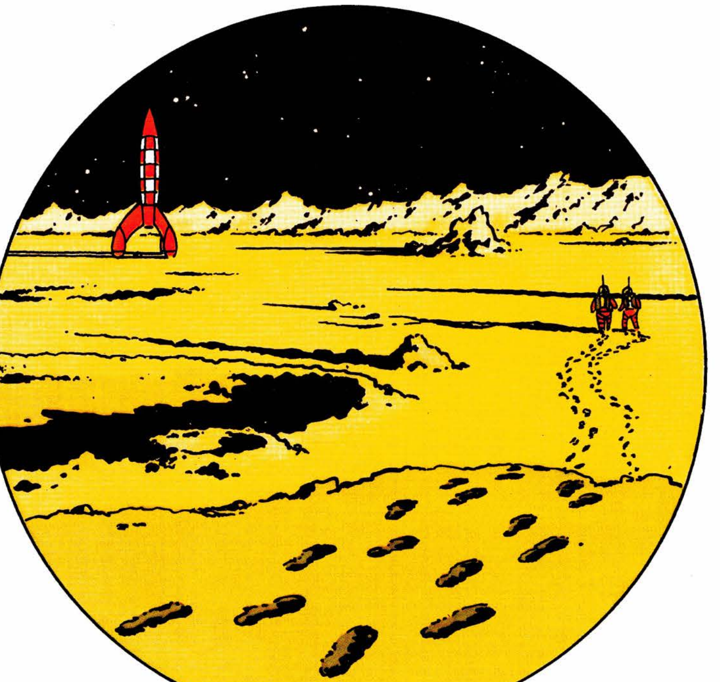

আনন্দ

টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এলকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ড্রুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিট্‌ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারাস্তো	এসপারেন্টিক্স/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাপ্রেমেরি স্যাঁ-পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমাঁশ	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

© চিত্র ১৯৪৮ এডিশান্স, কাস্তারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।
© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান
© বাংলা তর্জমা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬
নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

২০০.০০

চাঁদে টিনটিন

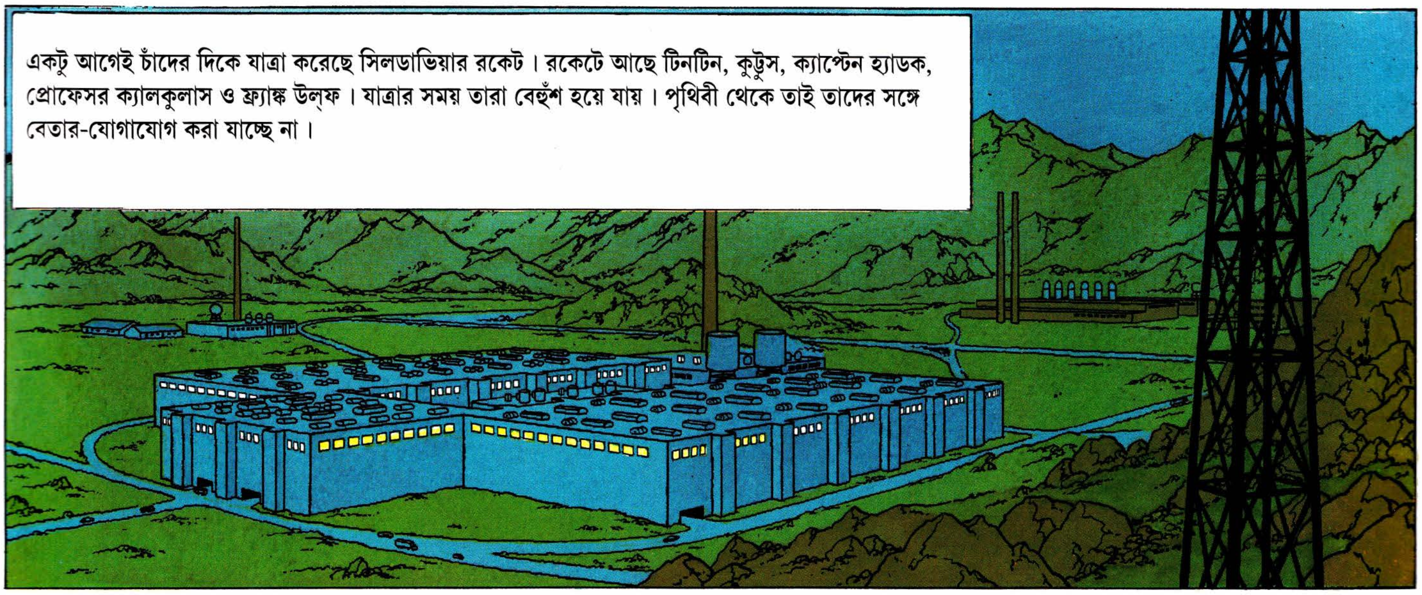
একটু আগেই চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে সিলডাভিয়ার রকেট। রকেটে আছে টিনটিন, কুট্টুস, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রোফেসর ক্যালকুলাস ও ফ্র্যাঙ্ক উল্ফ। যাত্রার সময় তারা বেহুঁশ হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে তাই তাদের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

আর্থ কলিং মুন রকেট...শুনতে পাচ্ছ...আর্থ কলিং মুন রকেট...

ওরা বেঁচে আছে কি না কে জানে!
আর্থ কলিং মুন রকেট...

অনেক দূরে... শত্রুপক্ষের লোকেরাও সেই ডাক শুনছে...
আর্থ কলিং মুন রকেট...
ওরা মরে গেলে তো প্ল্যানই বানচাল!

আর্থ কলিং মুন রকেট...শুনতে পাচ্ছ ?...আর্থ কলিং মুন রকেট...
শুনতে পাচ্ছ ?...
ভৌ ! ভৌ !
কুকুরটা চেঁচাচ্ছে !
টিনটিন, উঠে পড়ো !
উঠে পড়ো।
কে? কুট্টুস ! কী হয়েছিল ? ও, মনে পড়েছে, যাত্রার সময়ে আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলুম !
আর্থ কলিং মুন রকেট ...শুনতে পাচ্ছ ?
আরে, বেতারে ডাকছে !
টিনটিন বলছি... এইমাত্র হুঁশ হয়েছে আমার...সব দেখে জানাচ্ছি...
জানাবার কী আছে ? সত্যি কি আমরা চাঁদের দিকে যাচ্ছি নাকি ?
মুন রকেট টু আর্থ...ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরেছে... আরে, ক্যালকুলাসও উঠে পড়েছেন...
...উল্‌ফও উঠেছেন। অর্থাৎ সবাই উঠেছি। ...এখন বলুন, আমাদের পজিশনটা ঠিক কী।
আর্থ টু মুন রকেট ...পৃথিবী থেকে আপনারা এখন ২৫০০ মাইল দূরে... গতিপথ ঠিকই আছে...
আড়াই হাজার মাইল ! ভাবতে পারো, আর এই সবই সম্ভব হয়েছে আমার জন্য !
অহংকার কোরো না ! আর তা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি না যে, সত্যি আমরা চাঁদের দিকে যাচ্ছি !
বিশ্বাস করো না ? বেশ, তা হলে এসো আমার সঙ্গে।
আরে...এ আবার কে ?

যাক, আপনারাও আছেন। কী হয়েছিল ? ভূমিকম্প ?
তোমরা আবার কোত্থেকে এলে ?
আমরা নীচে ছিলুম। সব পরীক্ষা করে দেখছিলুম। এখন ক'টা বাজে ?
এখন রাত দুটো !
যাক, রকেট তো যাত্রা করবে দুপুর একটা-চৌত্রিশে, তার আগে আমরা নেমে যাব।
নেমে যাবে মানে ? আধ ঘণ্টা আগেই তো পৃথিবী ছেড়েছে। আমরা চাঁদে যাচ্ছি।
হাহাহা ! হাসালেন আপনি !
বড্ড হাসালেন !
আর্থ টু মুন রকেট... পৃথিবী থেকে আপনারা এখন পাঁচ হাজার মাইল দূরে... গতিবেগ সেকেন্ডে ৬.৯ মাইল...
কিন্তু যাত্রা তো শুরু হবে দুপুর একটা-চৌত্রিশে !
শুরু হয়েছে... রাত একটা-চৌত্রিশে !
রাত একটা-চৌত্রিশ ? দিন একটা-চৌত্রিশ নয় ? যাব্বাবা !
মুন রকেট টু আর্থ। দারুণ ব্যাপার ! জনসন আর রনসন ভুল করে আমাদের সঙ্গে মহাকাশে চলে এসেছে !
কুট্টুসকে বাদ দিয়ে অক্সিজেন আছে চারজনের। সেখানে ছ'জন জুটে গেল। অক্সিজেনে টান পড়ে যাবে।
শুনেছ হনুমান ? রাতদিনের তফাতটাও তোমরা বোঝো না, তাই এই বিপত্তি !
যাই, নীচে গিয়ে কন্ট্রোলটা নিয়ে নিই।
অক্সিজেনের অভাবে আমার পাইপ টানা নিষেধ, আর তোমরা দুই গবেট সেই অক্সিজেনে ভাগ বসাতে এসেছ ! ইচ্ছে করছে, চ্যাংদোলা করে তোমাদের ওই মহাশূন্যে ছুড়ে দিই !
ওহে, একবার এসো তো !
?
!

কী
ব্যাপার ?
এসো, পেরিস্কোপে চোখ রেখে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে যাও ।
ওই হচ্ছে ৬০০০ মাইল দূরের পৃথিবী !
এখন আমার মরতেও আপত্তি নেই !
আমি কিন্তু বেঁচে থাকতেই ভালবাসি !
আমি এবারে কন্ট্রোলের ভার নিচ্ছি !
মুন রকেট টু আর্থ...ক্যালকুলাস বলছি, কন্ট্রোল এখন আমার হাতে !
যাও, নাকিকান্না বাদ দিয়ে সরে পড়ো । আমার অনেক জরুরি কাজ রয়েছে !
যাও ! ভাগো !
না-ডাকা পর্যন্ত আর এদিকে এসো না !
হ্যাঁ, এইবার আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাতা ওলটাব !
GUIDE TO ASTRONOMY
হুম বাবা, জ্যোতির্বিজ্ঞান !

আর্থ টু মুন রকেট অভিকর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে তোমাদের গতিবেগ এখন সেকেন্ডে ৮ মাইল।
প্রথম পরিচ্ছেদ...
যথেষ্ট শিক্ষা হল !
এবার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ !
ওই দ্যাখো, চাঁদ কেমন জ্বলজ্বল করছে !
যাচ্চলে ! চাঁদে অত গর্ত কীসের ?
রনসন, দেখে যাও !
আরে, লাঠির ডগা লিভারে আটকে গেছে ! টেনো না !
ওদিকে, নীচে...
তৃতীয় পরিচ্ছেদ !
আরে, হুইস্কি যে একটা বল হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে !
গেলাসের মধ্যে ফিরে এসো !
?
আরে, হুইস্কি, তুমি এত অবাধ্য কেন ? এসো...
!!!

আরে
এ কী কাণ্ড !
কুট্টুস অমন মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন ?
অসাবধানে লাঠি দিয়ে হাতল টানার এই ফল । রকেটের মধ্যে যে কৃত্রিম অভিকর্ষ ছিল, হাতলে টান পড়ে পরমাণু-মোটর বন্ধ হওয়ায়...
সেটা ঘুচে গিয়ে আমরা এখন বাতাসে ভাসছি !
মোটরটা এক্ষুনি আবার চালু করা দরকার ।
দেখি, কন্ট্রোলে যেতে পারি কি না !
ওরে হুইস্কি...
তুই বল হয়ে গেছিস, আর আমি হয়েছি পাখি !
ওরে বাবা !
হাতলটা ওপরে ঠেলে দিতে হবে !
ঠেলে দাও !
দ্যাখ কুট্টুস, কেমন চিত-সাঁতার কাটছি !

আর্থ টু মুন রকেট... পরমাণু-মোটর বন্ধ করেছ কেন ?
মুন রকেট টু আর্থ...মানিকজোড়ের অসাবধানতার ফল... মোটর আবার চালু করেছি।
দড়াম করে পড়েছিলুম !
বেশ হয়েছে !
সবাইকে একজোড়া করে চুম্বক-জুতো দিচ্ছি...
চুম্বক-জুতো পরা থাকলে পরমাণু-মোটর বন্ধ হলেও ক্ষতি নেই !
ওই হচ্ছে অ্যাডোনিস।
কে সে ? আপনার বন্ধু বুঝি ?
অ্যাডোনিস হচ্ছে একটি খুদে উপগ্রহ। পাথুরে শরীরের ব্যাস প্রায় মাইলখানেক। দ্যাখো। কিন্তু সাবধান, কিচ্ছু ছোঁবে না !
একজোড়া জুতো বাড়তি হল কেন ? ক্যাপ্টেন কোথায় ?
সে তো নীচে। দিন, তাকে দিয়ে আসি।
এই যে কুট্টুস, কী খবর ?
খবর, খুবই খারাপ !
ক্যাপ্টেন কোথায় ? কাগজটাই বা কী ?
সর্বনাশ ! ক্যাপ্টেনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে !
প্রোফেসরকে জানানো দরকার। আরে মোটর আবার বন্ধ কেন ?
রিরিরিরিরিং
রিরিরিং
রিরিরিরিরিং
আবার শুরু হল !

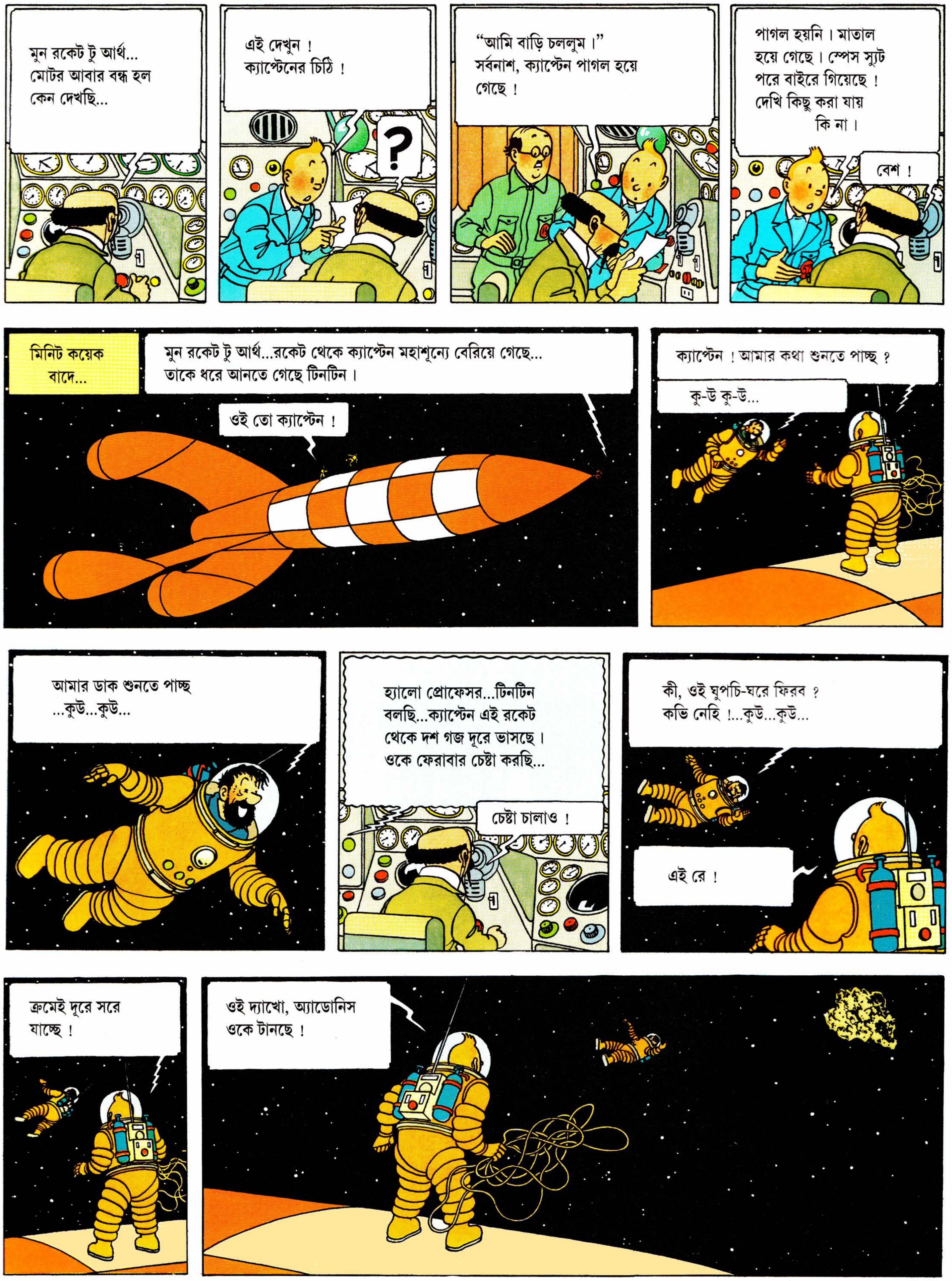
মুন রকেট টু আর্থ... মোটর আবার বন্ধ হল কেন দেখছি...
এই দেখুন ! ক্যাপ্টেনের চিঠি !
?
"আমি বাড়ি চললুম।" সর্বনাশ, ক্যাপ্টেন পাগল হয়ে গেছে !
পাগল হয়নি। মাতাল হয়ে গেছে। স্পেস স্যুট পরে বাইরে গিয়েছে ! দেখি কিছু করা যায় কি না।
বেশ !
মিনিট কয়েক বাদে...
মুন রকেট টু আর্থ...রকেট থেকে ক্যাপ্টেন মহাশূন্যে বেরিয়ে গেছে... তাকে ধরে আনতে গেছে টিনটিন।
ওই তো ক্যাপ্টেন !
ক্যাপ্টেন ! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?
কু-উ কু-উ...
আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ ...কুউ...কুউ...
হ্যালো প্রোফেসর...টিনটিন বলছি...ক্যাপ্টেন এই রকেট থেকে দশ গজ দূরে ভাসছে। ওকে ফেরাবার চেষ্টা করছি...
চেষ্টা চালাও !
কী, ওই ঘুপচি-ঘরে ফিরব ? কভি নেহি !...কুউ...কুউ...
এই রে !
ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে !
ওই দ্যাখো, অ্যাডোনিস ওকে টানছে !

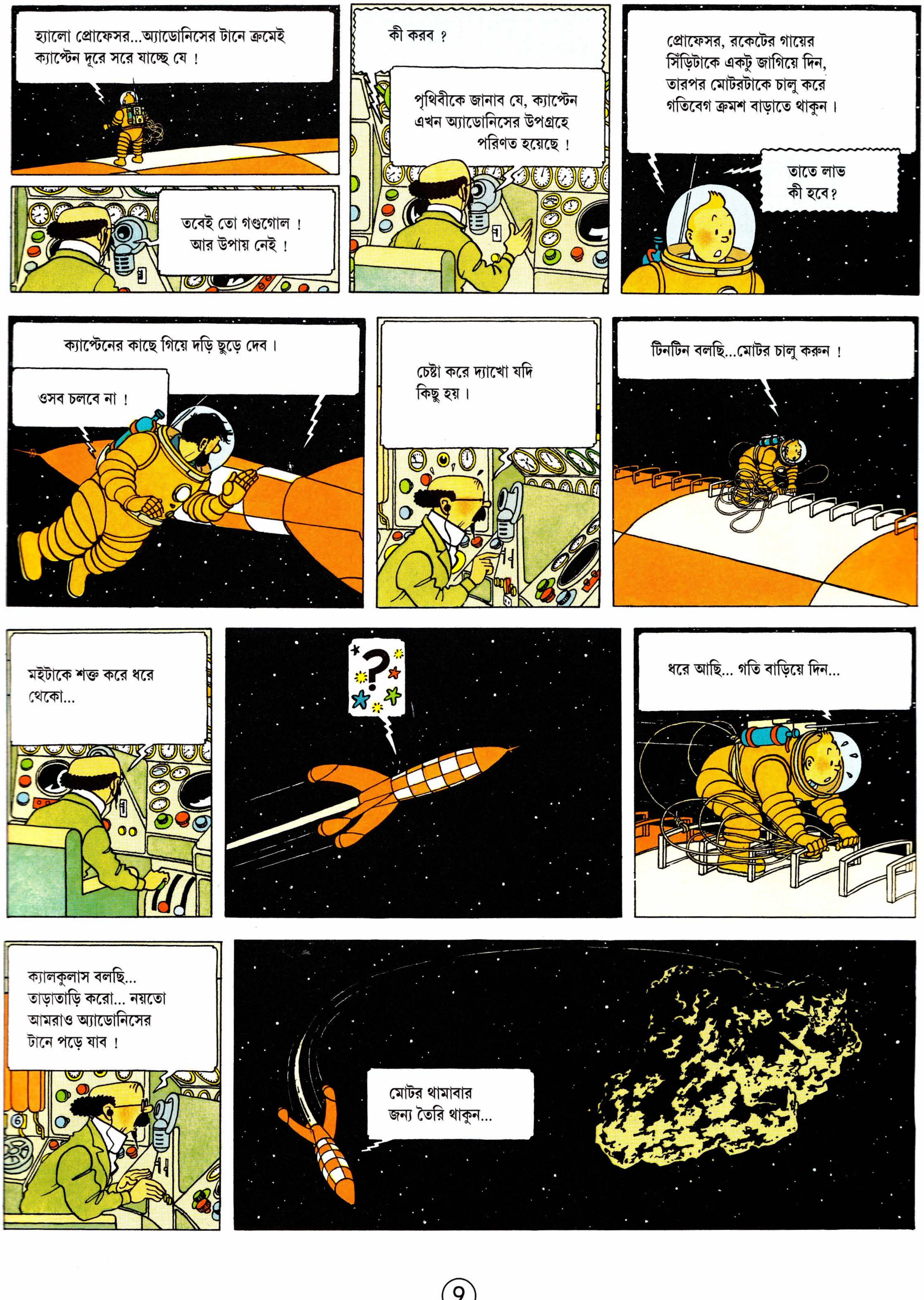
হ্যালো প্রোফেসর...অ্যাডোনিসের টানে ক্রমেই ক্যাপ্টেন দূরে সরে যাচ্ছে যে !
তবেই তো গণ্ডগোল ! আর উপায় নেই !
কী করব ?
পৃথিবীকে জানাব যে, ক্যাপ্টেন এখন অ্যাডোনিসের উপগ্রহে পরিণত হয়েছে !
প্রোফেসর, রকেটের গায়ের সিঁড়িটাকে একটু জাগিয়ে দিন, তারপর মোটরটাকে চালু করে গতিবেগ ক্রমশ বাড়াতে থাকুন ।
তাতে লাভ কী হবে?
ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে দড়ি ছুড়ে দেব ।
ওসব চলবে না !
চেষ্টা করে দ্যাখো যদি কিছু হয় ।
টিনটিন বলছি...মোটর চালু করুন !
মইটাকে শক্ত করে ধরে থেকো...
?
ধরে আছি... গতি বাড়িয়ে দিন...
ক্যালকুলাস বলছি... তাড়াতাড়ি করো... নয়তো আমরাও অ্যাডোনিসের টানে পড়ে যাব !
মোটর থামাবার জন্য তৈরি থাকুন...

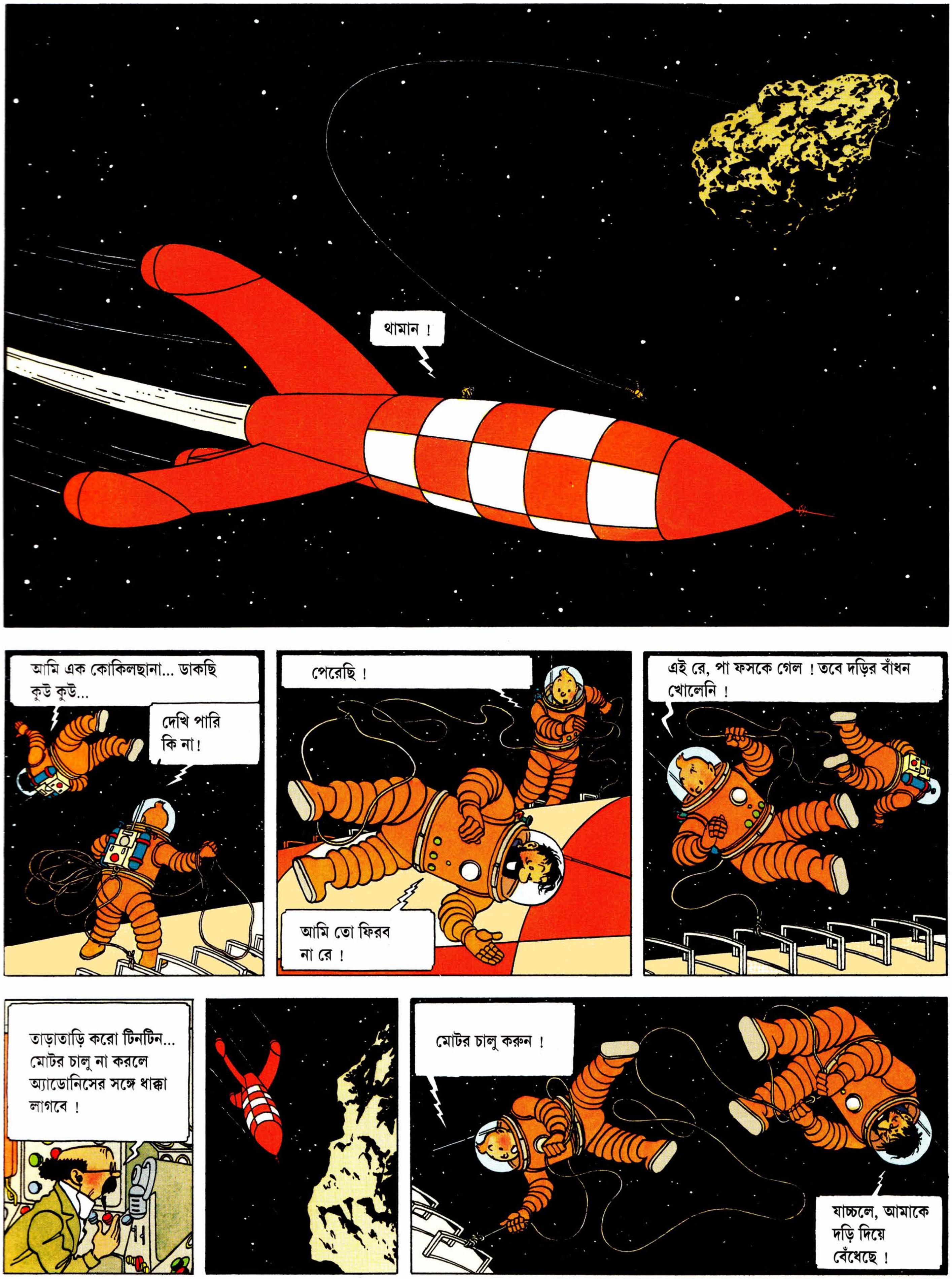
থামান !
আমি এক কোকিলছানা... ডাকছি কুউ কুউ...
দেখি পারি কি না!
পেরেছি !
আমি তো ফিরব না রে !
এই রে, পা ফসকে গেল ! তবে দড়ির বাঁধন খোলেনি !
তাড়াতাড়ি করো টিনটিন... মোটর চালু না করলে অ্যাডোনিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে !
মোটর চালু করুন !
যাচ্চলে, আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে !

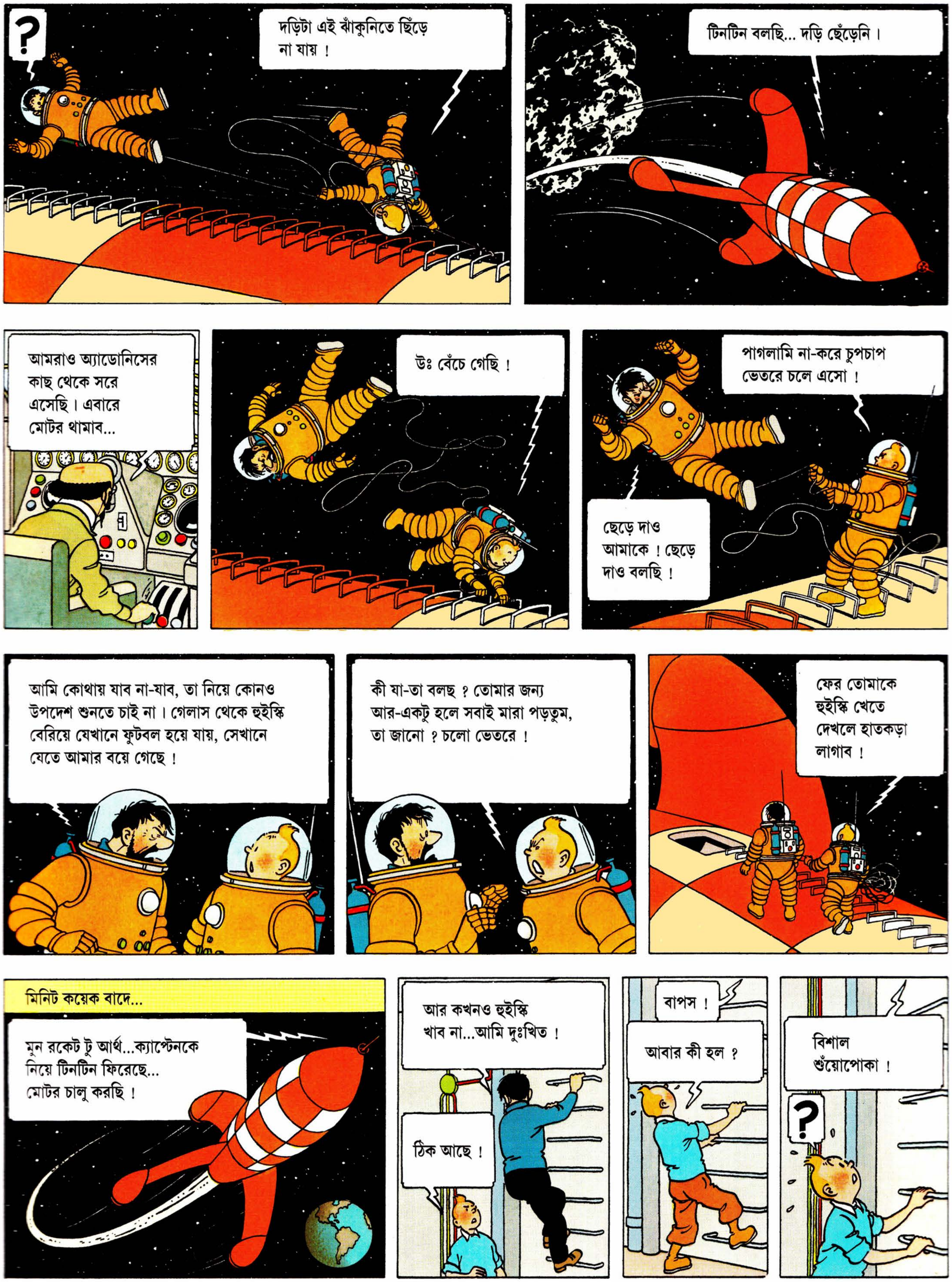
?
দড়িটা এই ঝাঁকুনিতে ছিঁড়ে না যায় !
টিনটিন বলছি... দড়ি ছেঁড়েনি ।
আমরাও অ্যাডোনিসের কাছ থেকে সরে এসেছি । এবারে মোটর থামাব...
উঃ বেঁচে গেছি !
পাগলামি না-করে চুপচাপ ভেতরে চলে এসো !
ছেড়ে দাও আমাকে ! ছেড়ে দাও বলছি !
আমি কোথায় যাব না-যাব, তা নিয়ে কোনও উপদেশ শুনতে চাই না । গেলাস থেকে হুইস্কি বেরিয়ে যেখানে ফুটবল হয়ে যায়, সেখানে যেতে আমার বয়ে গেছে !
কী যা-তা বলছ ? তোমার জন্য আর-একটু হলে সবাই মারা পড়তুম, তা জানো ? চলো ভেতরে !
ফের তোমাকে হুইস্কি খেতে দেখলে হাতকড়া লাগাব !
মিনিট কয়েক বাদে...
মুন রকেট টু আর্থ...ক্যাপ্টেনকে নিয়ে টিনটিন ফিরেছে... মোটর চালু করছি !
আর কখনও হুইস্কি খাব না...আমি দুঃখিত !
ঠিক আছে !
বাপস !
আবার কী হল ?
বিশাল শুঁয়োপোকা !
?

ওই দ্যাখো !
!
গর্‌র্‌
শুঁয়োপোকা নয়, চুল !
চুল ?
?
হ্যাঁ ! মানিক-জোড়ের !
তার মানে ?
আবার সেই রোগ দেখা দিয়েছে !
আরবদেশে পিল খেয়ে এই রোগ বাধিয়েছিল । ওষুধ দিয়েছি !
সত্যি, এই উজবুক দুটো জ্বালিয়ে মারল !
ব্যথা-ট্যাথা নেই তো ?
তা নেই, শুধু ঢেকুর উঠছে ।
হেউ ! হেউ ! হেউ !
হেউ ! হেউ !
?
নিশ্চয় কুট্টুস !
দাড়ি ছেড়ে দে কুট্টুস !
যদি না ছাড়ে ?
দাড়ি ছেঁটে দেব !
দ্যাখ মজা !

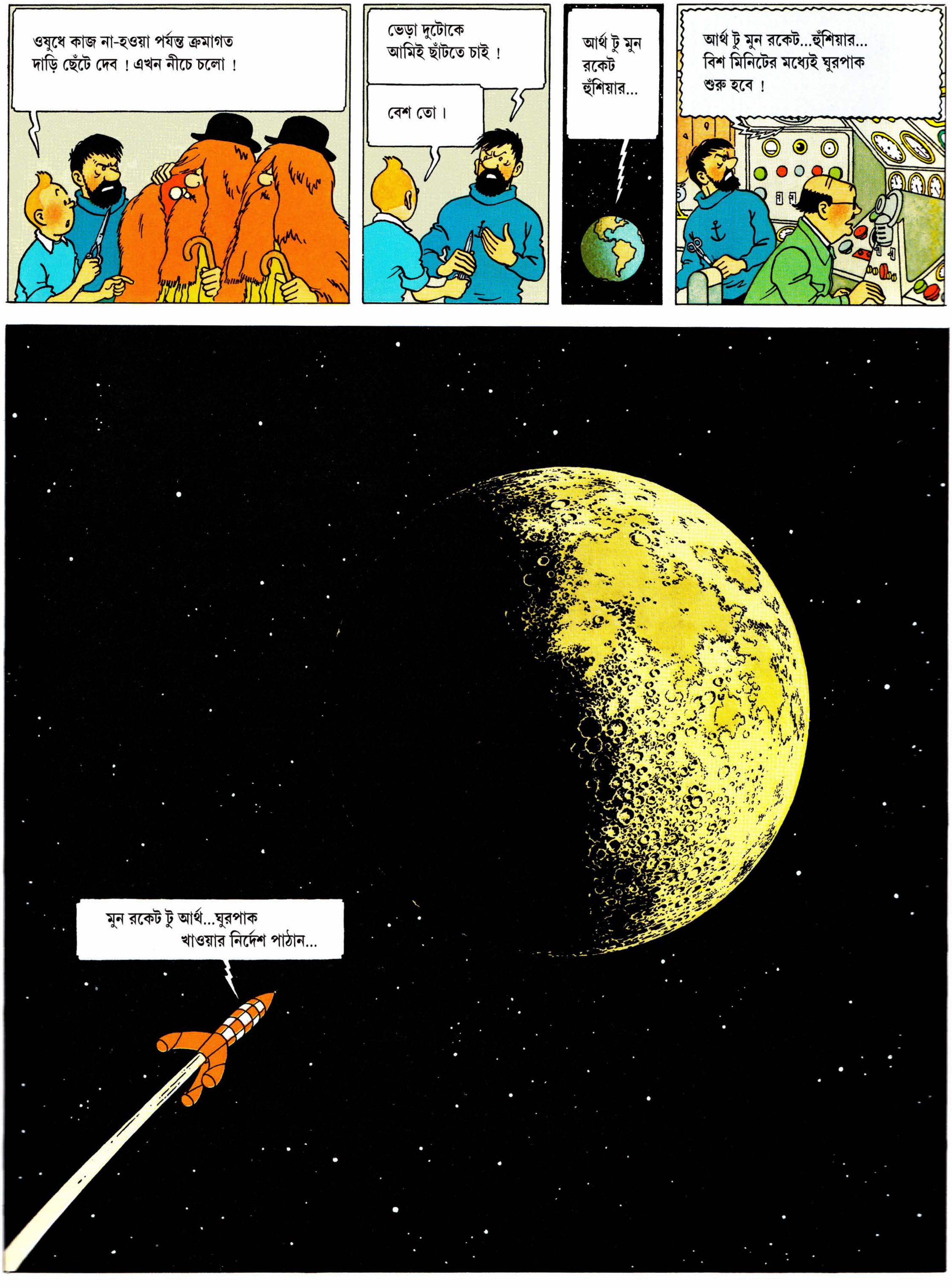
ওষুধে কাজ না-হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত দাড়ি ছেঁটে দেব ! এখন নীচে চলো !
ভেড়া দুটোকে আমিই ছাঁটতে চাই !
বেশ তো।
আর্থ টু মুন রকেট হুঁশিয়ার...
আর্থ টু মুন রকেট...হুঁশিয়ার... বিশ মিনিটের মধ্যেই ঘুরপাক শুরু হবে !
মুন রকেট টু আর্থ...ঘুরপাক খাওয়ার নির্দেশ পাঠান...

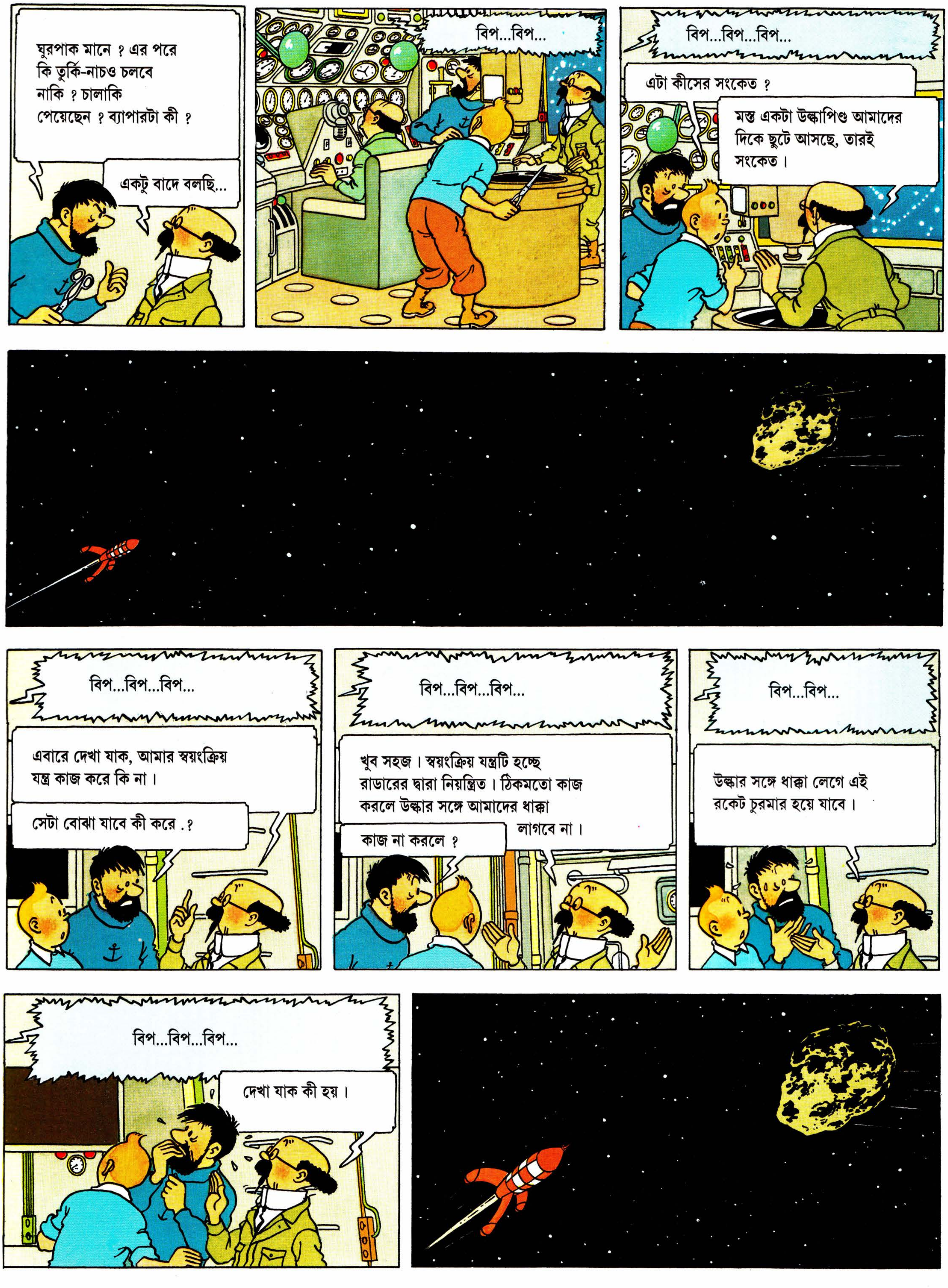

ঘুরপাক মানে ? এর পরে কি তুর্কি-নাচও চলবে নাকি ? চালাকি পেয়েছেন ? ব্যাপারটা কী ?
একটু বাদে বলছি...
বিপ...বিপ...
বিপ...বিপ...বিপ...
এটা কীসের সংকেত ?
মস্ত একটা উল্কাপিণ্ড আমাদের দিকে ছুটে আসছে, তারই সংকেত।
বিপ...বিপ...বিপ...
এবারে দেখা যাক, আমার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কাজ করে কি না।
সেটা বোঝা যাবে কী করে .?
বিপ...বিপ...বিপ...
খুব সহজ। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি হচ্ছে রাডারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঠিকমতো কাজ করলে উল্কার সঙ্গে আমাদের ধাক্কা লাগবে না।
কাজ না করলে ?
বিপ...বিপ...
উল্কার সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই রকেট চুরমার হয়ে যাবে।
বিপ...বিপ...বিপ...
দেখা যাক কী হয়।

বিপদ কেটে গেছে। উঃ, আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।
সত্যিই কি আমরা চুরমার হয়ে যেতুম ?
শুধু তাই নয়, আমার থিয়োরিটা ভুল বলে প্রমাণিত হত। তখন আবার নতুন করে অঙ্ক কষতে হত আমাকে।
মিনিট কয়েক বাদে...
উঃ ভাবতে পারিনি যে, আমাকে চুল-দাড়ি ছাঁটাইয়ের কাজ করতে হবে।
কাঁচি দিয়ে এই জঙ্গল ছাঁটাই করা সহজ নয়...
এর জন্য চাই কোদাল আর কাস্তে !
কী, ছাঁটটা বুঝি লাটসাহেবের পছন্দ হয়নি ?
ওঃ, নিজের চেহারাটা যদি দেখতে !
?
হেসে নাও, তোমাকেও এবারে ফিঙেতে-ঠোকরানো কাকের বাচ্চা বানিয়ে ছাড়ব !
অথচ, রাত-একটা আর দিন-একটার তফাত বুঝলে এসব কিছুই হত না।
উঃ, কাঁচি দিয়ে জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে হাতে ফোসকা পড়ে গেছে !
?
কী, ছাঁট পছন্দ হয়নি ? আর কী চাই ? শ্যাম্পু করে দেব ?
ওহ্‌ !
ওই দ্যাখো !
?!
হা-হা, নিজের চেহারাটা যদি দেখতে !

প্রোফেসর !...
প্রোফেসর !
ছাঁটতে না-ছাঁটতেই আবার চুল গজিয়ে যাচ্ছে !
শ্‌শ্‌শ্‌ !... পৃথিবী ডাকছে !
আর্থ টু মুন রকেট...টার্নিং অপারেশনের আর মাত্র তিন মিনিট বাকি।
ঠিক।
শোনো, তোমাদের এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা হয়নি। এইভাবে সবাই যদি চাঁদের দিকে চলতে থাকি, তা হলে কী হবে বলতে পারো ?
চাঁদে পৌঁছে যাব।
তা তো পৌঁছব, কিন্তু এই গতিতে পৌঁছলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে যে ! তাই কি তুমি চাও ?
না না !
আমি আমার বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্বস্তিতে পাইপ ধরাতে চাই ! ব্যস্‌ !
সেসব পরে হবে। এখন চুরমার যদি না হতে চাই, তো কী করব শোনো। রকেটটাকে প্রথমেই উলটো দিকে ঘোরাব। তার জন্য মেন মোটরটা বন্ধ করতে হবে। তারপর কমতে থাকবে গতিবেগ। ব্যস, তা হলে আর ভাবনা নেই। বুঝেছ ?
নিশ্চয়, নিশ্চয় ! এ তো সোজা ব্যাপার !
আর্থ টু মুন রকেট...মেন মোটর বন্ধ হতে আর দু' মিনিট বাকি…
ক্যাপ্টেন, এক্ষুনি তোমার চুম্বক-জুতো পরে নাও !
এই রে, জুতোজোড়া নীচে রেখে এসেছি !
আর এক মিনিট।
আর তিরিশ সেকেন্ড !
কুড়ি সেকেন্ড !
দশ...নয়...আট...সাত...ছয়... পাঁচ...চার...তিন... দুই...এক...জিরো
ক্যাপ্টেন ! চুম্বক-জুতো পরেছ ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ অত ভেবো না !
?

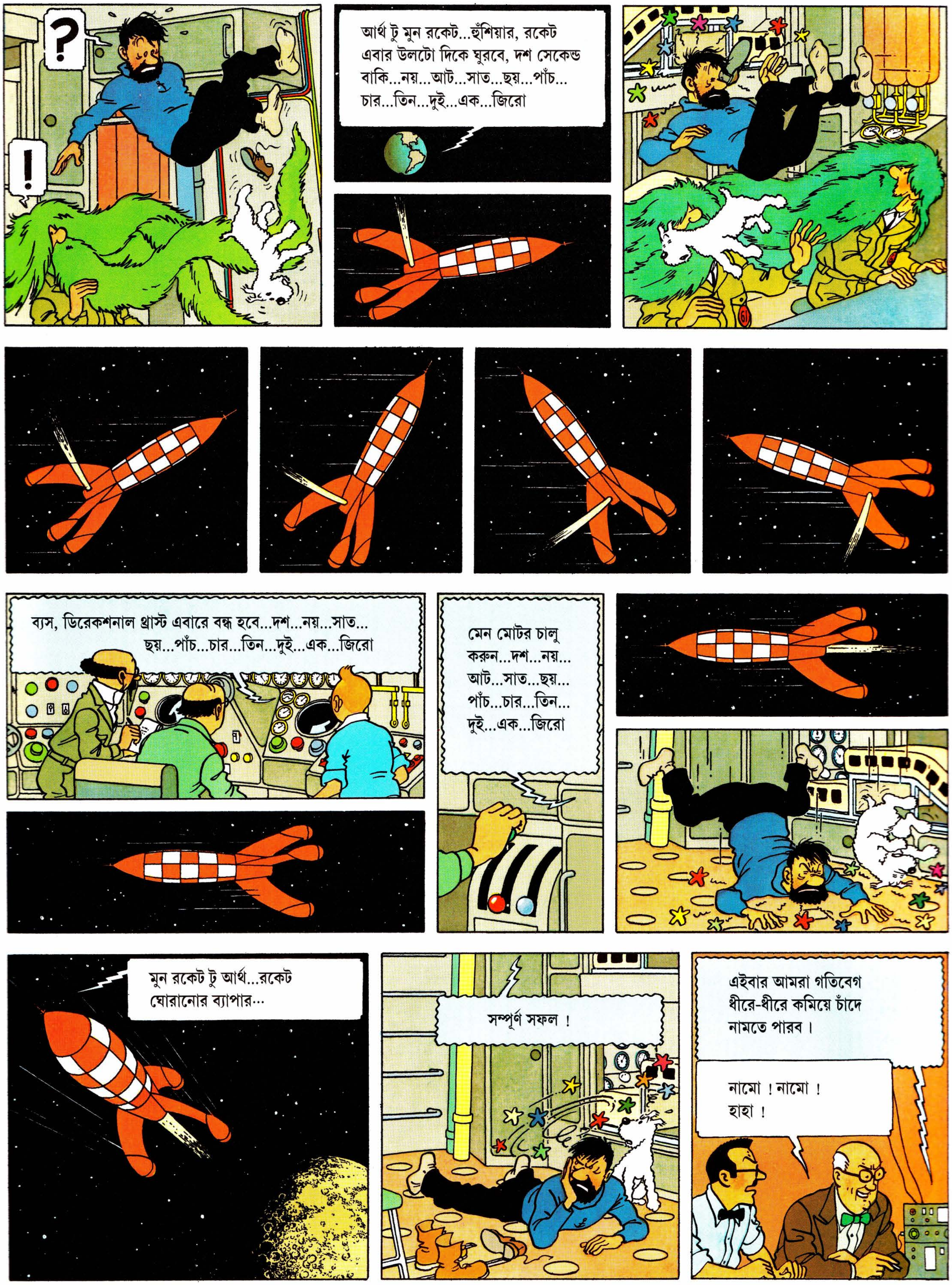
?
!
আর্থ টু মুন রকেট...হুঁশিয়ার, রকেট এবার উলটো দিকে ঘুরবে, দশ সেকেন্ড বাকি...নয়...আট...সাত...ছয়...পাঁচ...চার...তিন...দুই...এক...জিরো
ব্যস, ডিরেকশনাল থ্রাস্ট এবারে বন্ধ হবে...দশ...নয়...সাত...ছয়...পাঁচ...চার...তিন...দুই...এক...জিরো
মেন মোটর চালু করুন...দশ...নয়...আট...সাত...ছয়...পাঁচ...চার...তিন...দুই...এক...জিরো
মুন রকেট টু আর্থ...রকেট ঘোরানোর ব্যাপার...
সম্পূর্ণ সফল !
এইবার আমরা গতিবেগ ধীরে-ধীরে কমিয়ে চাঁদে নামতে পারব।
নামো ! নামো ! হাহা !

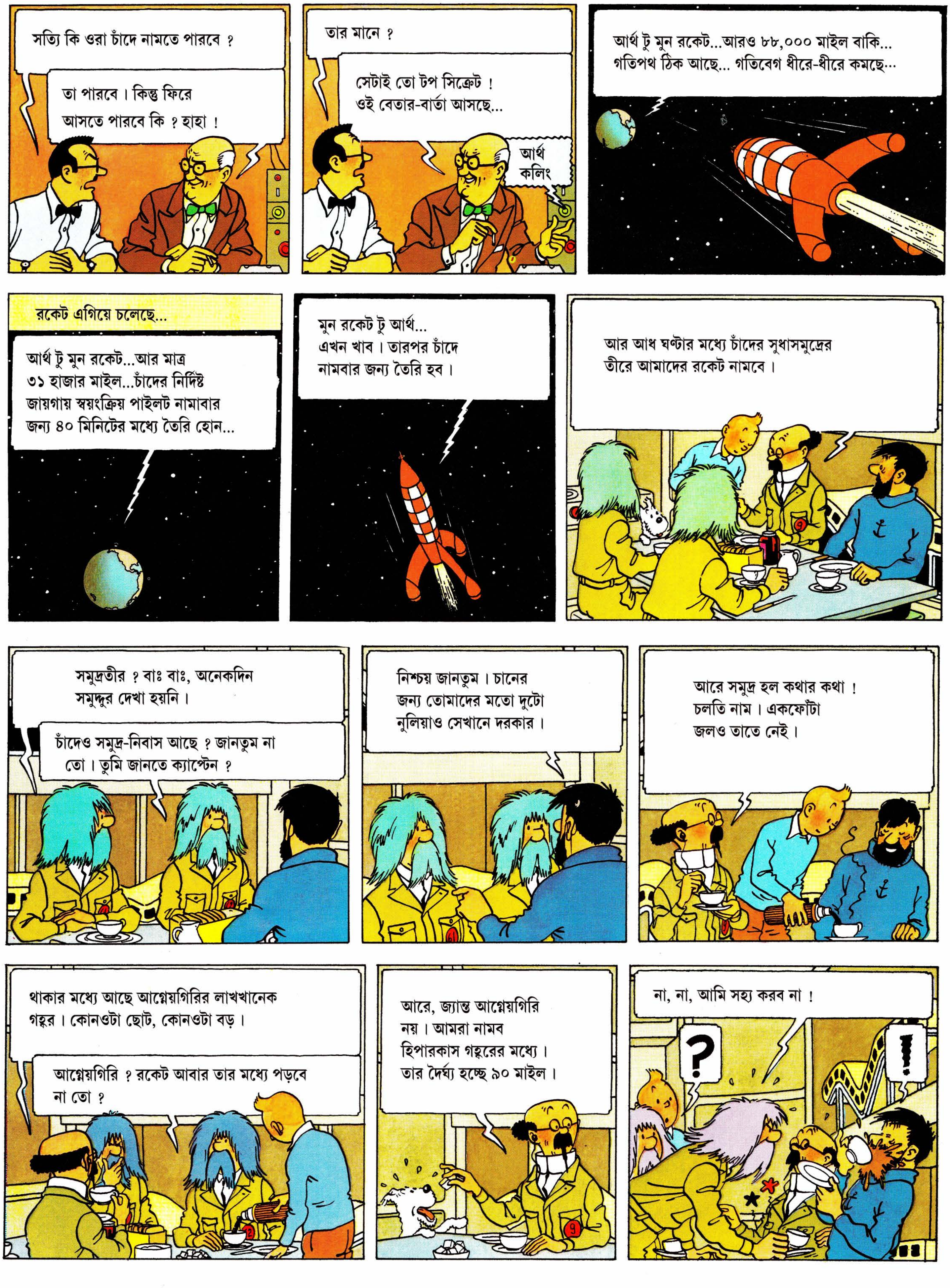
সত্যি কি ওরা চাঁদে নামতে পারবে ?
তা পারবে । কিন্তু ফিরে আসতে পারবে কি ? হাহা !
তার মানে ?
সেটাই তো টপ সিক্রেট ! ওই বেতার-বার্তা আসছে...
আর্থ কলিং
আর্থ টু মুন রকেট...আরও ৮৮,০০০ মাইল বাকি... গতিপথ ঠিক আছে... গতিবেগ ধীরে-ধীরে কমছে...
রকেট এগিয়ে চলেছে...
আর্থ টু মুন রকেট...আর মাত্র ৩১ হাজার মাইল...চাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় স্বয়ংক্রিয় পাইলট নামাবার জন্য ৪০ মিনিটের মধ্যে তৈরি হোন...
মুন রকেট টু আর্থ... এখন খাব । তারপর চাঁদে নামবার জন্য তৈরি হব ।
আর আধ ঘণ্টার মধ্যে চাঁদের সুধাসমুদ্রের তীরে আমাদের রকেট নামবে ।
সমুদ্রতীর ? বাঃ বাঃ, অনেকদিন সমুদ্দুর দেখা হয়নি ।
চাঁদেও সমুদ্র-নিবাস আছে ? জানতুম না তো । তুমি জানতে ক্যাপ্টেন ?
নিশ্চয় জানতুম । চানের জন্য তোমাদের মতো দুটো নুলিয়াও সেখানে দরকার ।
আরে সমুদ্র হল কথার কথা ! চলতি নাম । একফোঁটা জলও তাতে নেই ।
থাকার মধ্যে আছে আগ্নেয়গিরির লাখখানেক গহ্বর । কোনওটা ছোট, কোনওটা বড় ।
আগ্নেয়গিরি ? রকেট আবার তার মধ্যে পড়বে না তো ?
আরে, জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি নয় । আমরা নামব হিপারকাস গহ্বরের মধ্যে । তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৯০ মাইল ।
না, না, আমি সহ্য করব না !

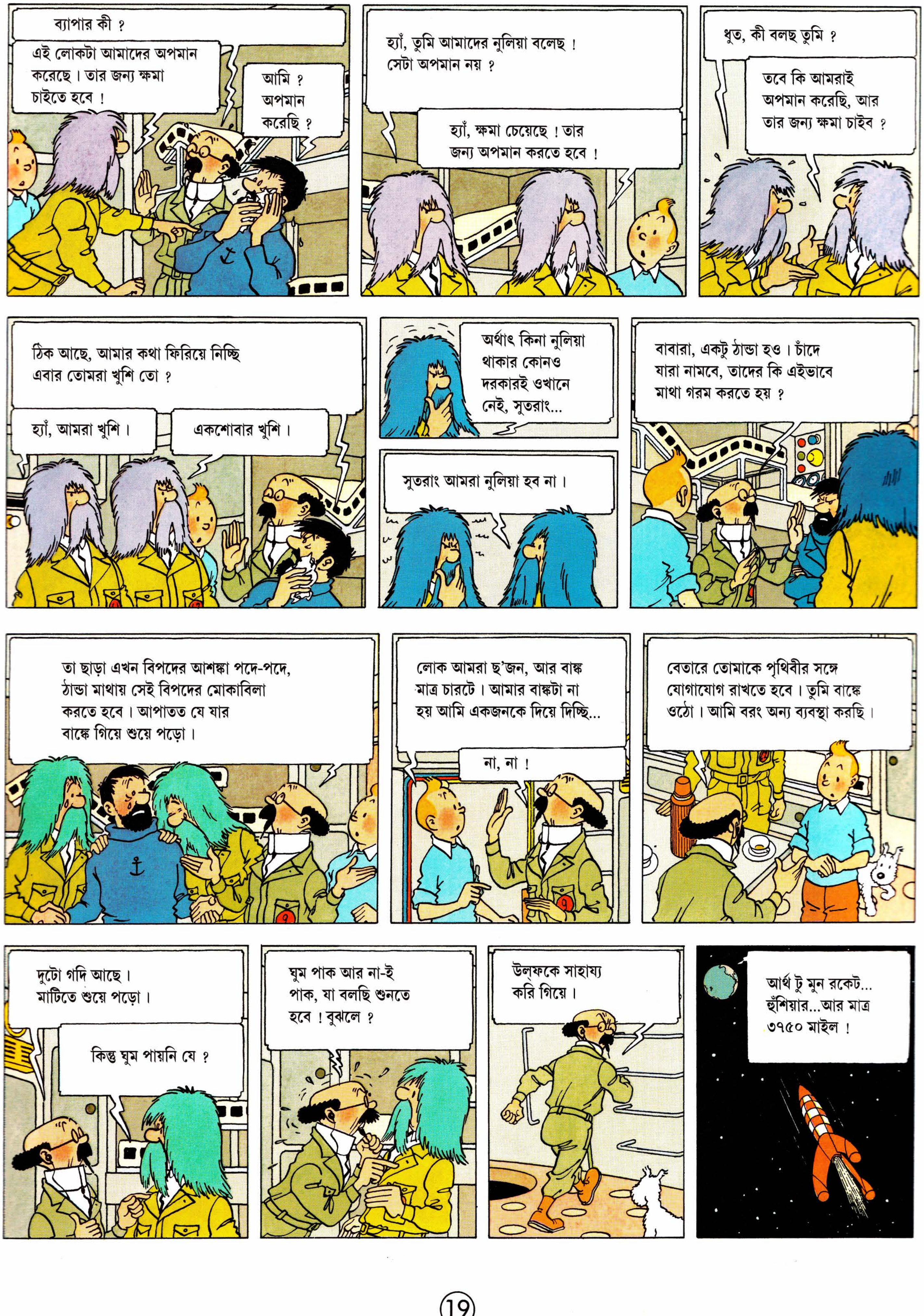

ব্যাপার কী ?
এই লোকটা আমাদের অপমান করেছে । তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে !
আমি ? অপমান করেছি ?
হ্যাঁ, তুমি আমাদের নুলিয়া বলেছ ! সেটা অপমান নয় ?
হ্যাঁ, ক্ষমা চেয়েছে ! তার জন্য অপমান করতে হবে !
ধুত, কী বলছ তুমি ?
তবে কি আমরাই অপমান করেছি, আর তার জন্য ক্ষমা চাইব ?
ঠিক আছে, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি এবার তোমরা খুশি তো ?
হ্যাঁ, আমরা খুশি ।
একশোবার খুশি ।
অর্থাৎ কিনা নুলিয়া থাকার কোনও দরকারই ওখানে নেই, সুতরাং...
সুতরাং আমরা নুলিয়া হব না ।
বাবারা, একটু ঠান্ডা হও । চাঁদে যারা নামবে, তাদের কি এইভাবে মাথা গরম করতে হয় ?
তা ছাড়া এখন বিপদের আশঙ্কা পদে-পদে, ঠান্ডা মাথায় সেই বিপদের মোকাবিলা করতে হবে । আপাতত যে যার বাঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়ো ।
লোক আমরা ছ'জন, আর বাঙ্ক মাত্র চারটে । আমার বাঙ্কটা না হয় আমি একজনকে দিয়ে দিচ্ছি...
না, না !
বেতারে তোমাকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে । তুমি বাঙ্কে ওঠো । আমি বরং অন্য ব্যবস্থা করছি ।
দুটো গদি আছে । মাটিতে শুয়ে পড়ো ।
কিন্তু ঘুম পায়নি যে ?
ঘুম পাক আর না-ই পাক, যা বলছি শুনতে হবে ! বুঝলে ?
উল্‌ফকে সাহায্য করি গিয়ে ।
আর্থ টু মুন রকেট... হুঁশিয়ার...আর মাত্র ৩৭৫০ মাইল !

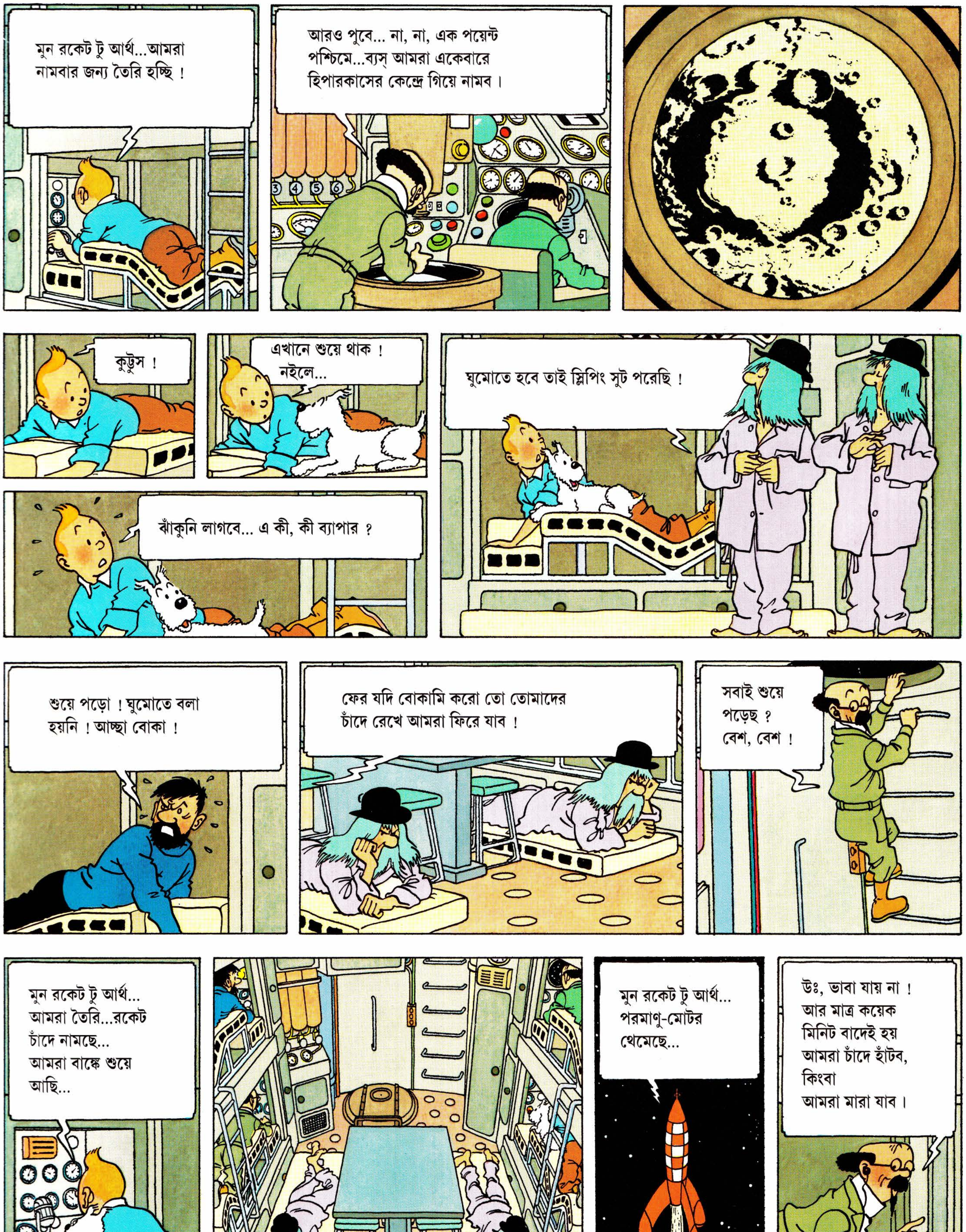

মুন রকেট টু আর্থ...আমরা নামবার জন্য তৈরি হচ্ছি !
আরও পুবে... না, না, এক পয়েন্ট পশ্চিমে...ব্যস্ আমরা একেবারে হিপারকাসের কেন্দ্রে গিয়ে নামব ।
কুট্টুস !
এখানে শুয়ে থাক ! নইলে...
ঘুমোতে হবে তাই স্লিপিং সুট পরেছি !
ঝাঁকুনি লাগবে... এ কী, কী ব্যাপার ?
শুয়ে পড়ো ! ঘুমোতে বলা হয়নি ! আচ্ছা বোকা !
ফের যদি বোকামি করো তো তোমাদের চাঁদে রেখে আমরা ফিরে যাব !
সবাই শুয়ে পড়েছ ? বেশ, বেশ !
মুন রকেট টু আর্থ... আমরা তৈরি...রকেট চাঁদে নামছে... আমরা বাঙ্কে শুয়ে আছি...
মুন রকেট টু আর্থ... পরমাণু-মোটর থেমেছে...
উঃ, ভাবা যায় না ! আর মাত্র কয়েক মিনিট বাদেই হয় আমরা চাঁদে হাঁটব, কিংবা আমরা মারা যাব ।

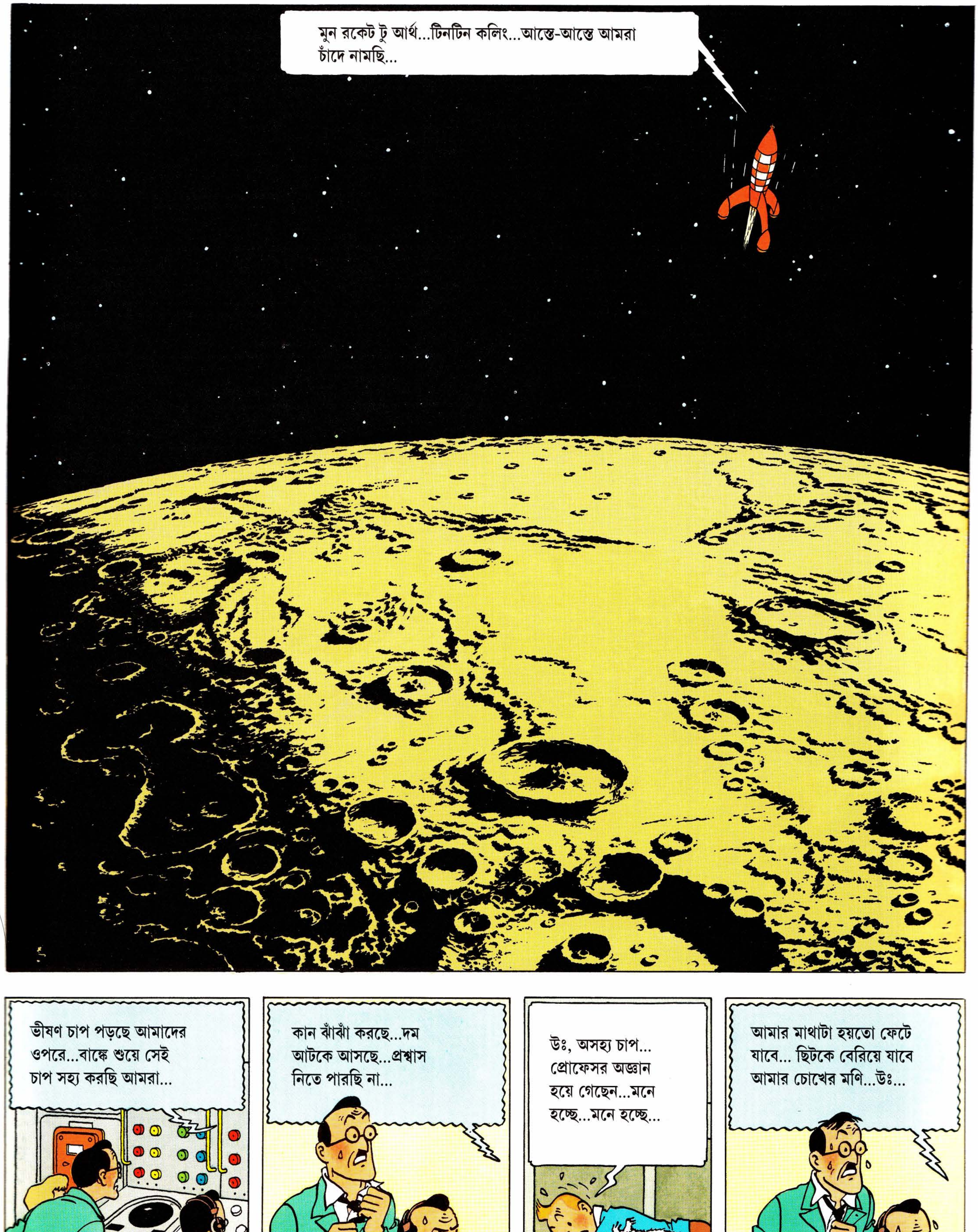
মুন রকেট টু আর্থ...টিনটিন কলিং...আস্তে-আস্তে আমরা চাঁদে নামছি...
ভীষণ চাপ পড়ছে আমাদের ওপরে...বাঙ্কে শুয়ে সেই চাপ সহ্য করছি আমরা...
কান ঝাঁঝাঁ করছে...দম আটকে আসছে...প্রশ্বাস নিতে পারছি না...
উঃ, অসহ্য চাপ... প্রোফেসর অজ্ঞান হয়ে গেছেন...মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে...
আমার মাথাটা হয়তো ফেটে যাবে... ছিটকে বেরিয়ে যাবে আমার চোখের মণি...উঃ...

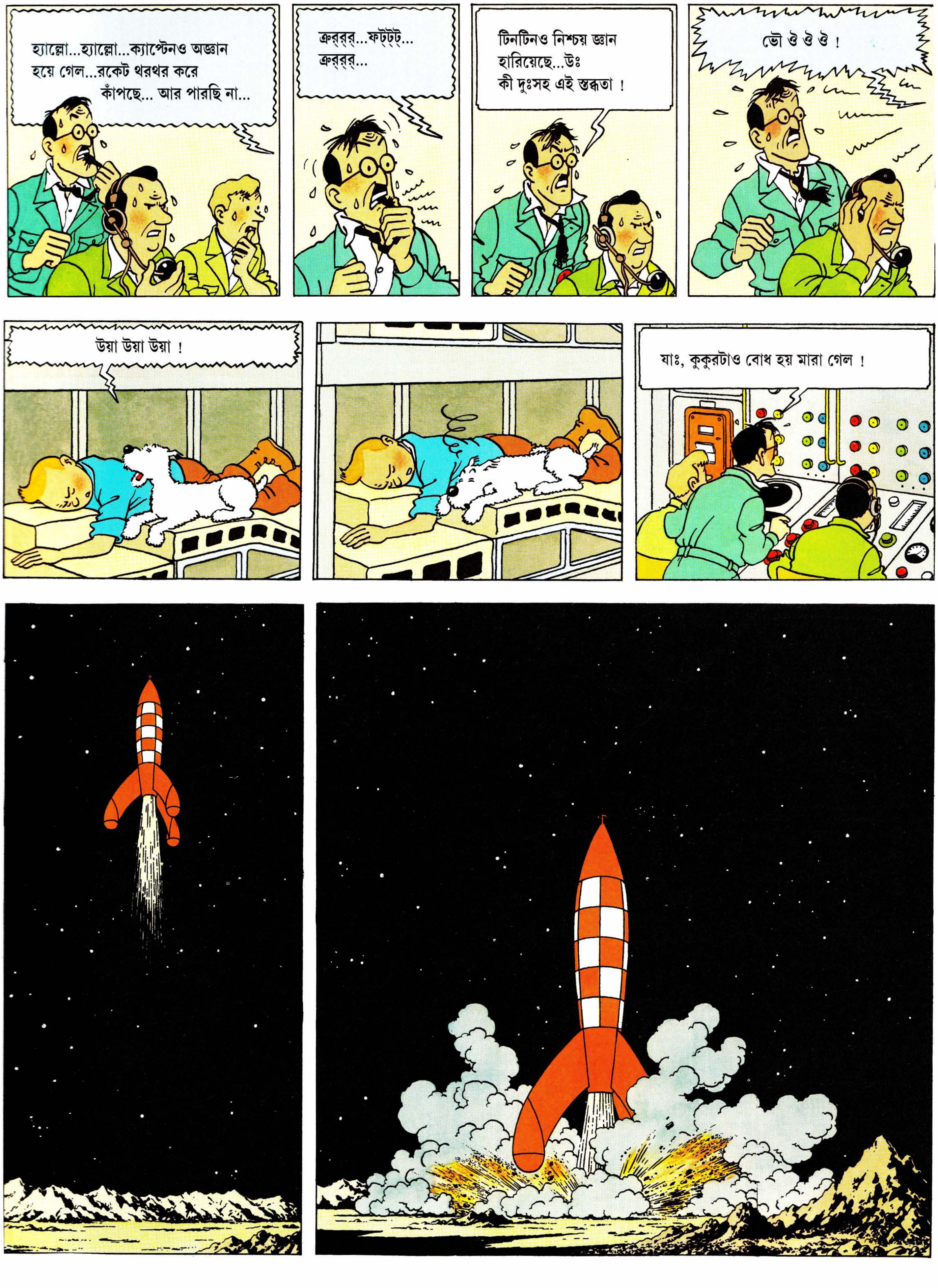
হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...ক্যাপ্টেনও অজ্ঞান হয়ে গেল...রকেট থরথর করে কাঁপছে... আর পারছি না...
ক্রর্র্র্...ফট্ট্ট্...
ক্রর্র্র্...
টিনটিনও নিশ্চয় জ্ঞান হারিয়েছে...উঃ কী দুঃসহ এই স্তব্ধতা !
ভৌ ঔ ঔ ঔ !
উয়া উয়া উয়া !
যাঃ, কুকুরটাও বোধ হয় মারা গেল !

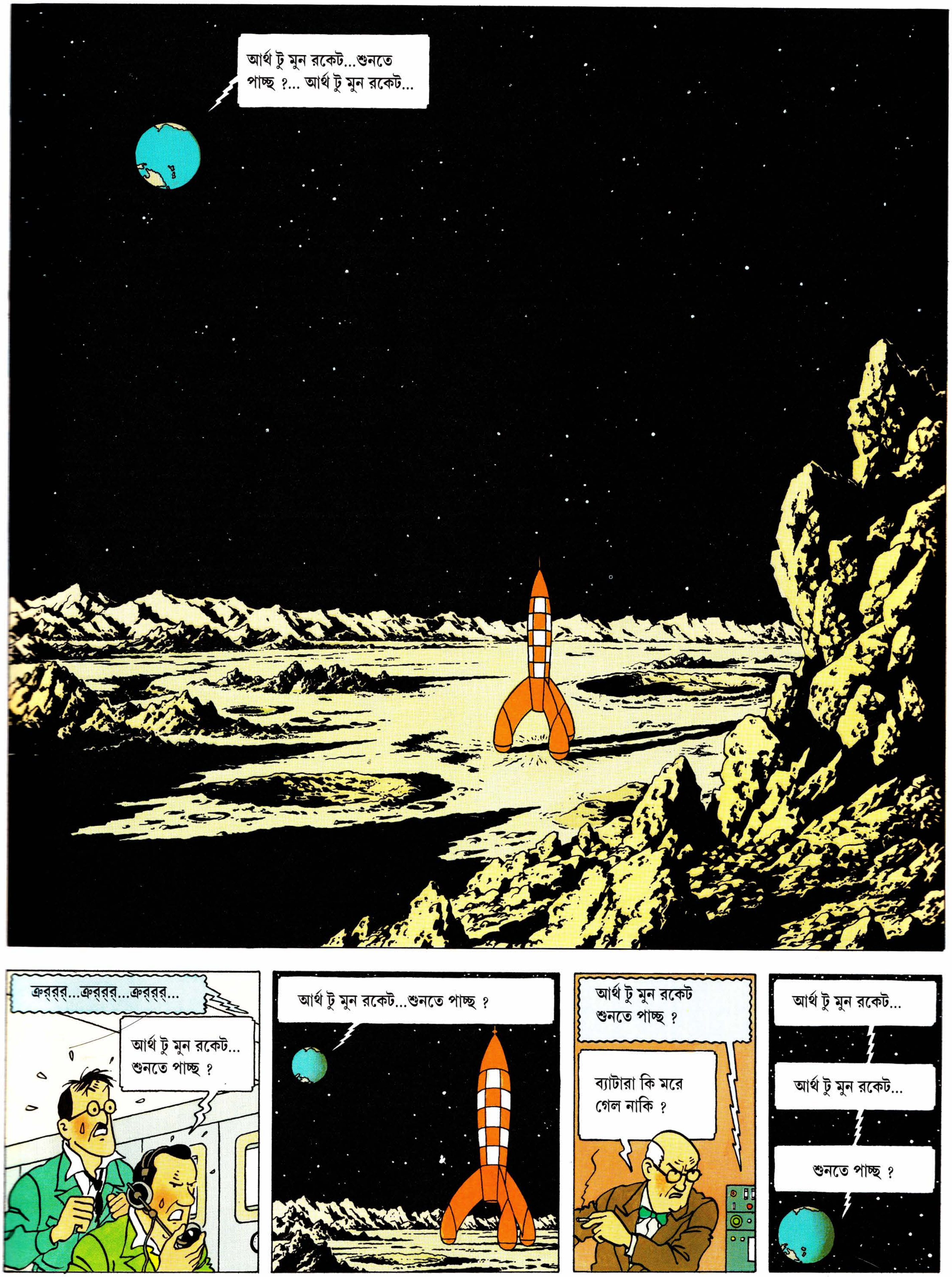
আর্থ টু মুন রকেট...শুনতে পাচ্ছ ?... আর্থ টু মুন রকেট...
ক্রর্র্র...ক্রর্র্র...ক্রর্র্র...
আর্থ টু মুন রকেট... শুনতে পাচ্ছ ?
আর্থ টু মুন রকেট...শুনতে পাচ্ছ ?
আর্থ টু মুন রকেট শুনতে পাচ্ছ ?
ব্যাটারা কি মরে গেল নাকি ?
আর্থ টু মুন রকেট...
আর্থ টু মুন রকেট...
শুনতে পাচ্ছ ?

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে...নয়তো এত ডাকাডাকি করেও উত্তর পাচ্ছি না কেন ?
আর্থ টু মুন রকেট...শুনতে পাচ্ছ ?
মুন রকেট টু আর্থ...শুনতে পাচ্ছি... শুনতে পাচ্ছি...শুনতে পাচ্ছি...
বেঁচে আছে !
হুর্‌রে !
ক্যালকুলাস বলছি...অভিযান সফল... রকেট চাঁদে নেমেছে... ভাইব্রেশনের ফলে বেতার-যন্ত্র বিগড়েছিল, তাই খবর পাঠাতে পারছিলুম না... শুনতে পাচ্ছ ?
পাচ্ছি...কিন্তু ঘর্‌র ঘর্‌র করে যে শব্দ হচ্ছে ওটা কীসের ?
ও কিছু না...জনসন আর রনসন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ।
ঘর্‌র্‌র্‌...
ঘর্‌র্‌র্‌...
এবার আমরা রকেট থেকে চাঁদে নামব । প্রথমে নামবে টিনটিন । সে এখন তার পোশাক পরে নিচ্ছে । একটু বাদেই তার মুখে সব শুনতে পাবে...
টিনটিন বলছি । আমি স্পেস স্যুট পরে নিয়েছি । রকেটের মধ্যে বায়ুশূন্য অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে । চার্জে আছেন ক্যাপ্টেন হ্যাডক । আপনারা এবারে তাঁর কথা শুনুন...
ক্যাপ্টেন হ্যাডক বলছি...প্রেশার জিরো...দরজা খুলব... টিনটিন প্রস্তুত...
দরজা আস্তে-আস্তে খুলে যাচ্ছে...
উঃ ! ভাবা যায় না !
?
?
এ এক আশ্চর্য জগৎ !
কী করে এই মৃত্যুপুরীর বর্ণনা দেব ? গাছ নেই, ফুল নেই, ঘাস নেই, পাখি নেই, শব্দ নেই, মেঘ নেই । আকাশে হাজার হাজার তারা...
কিন্তু তারা ঝিকমিক করছে না...স্থির

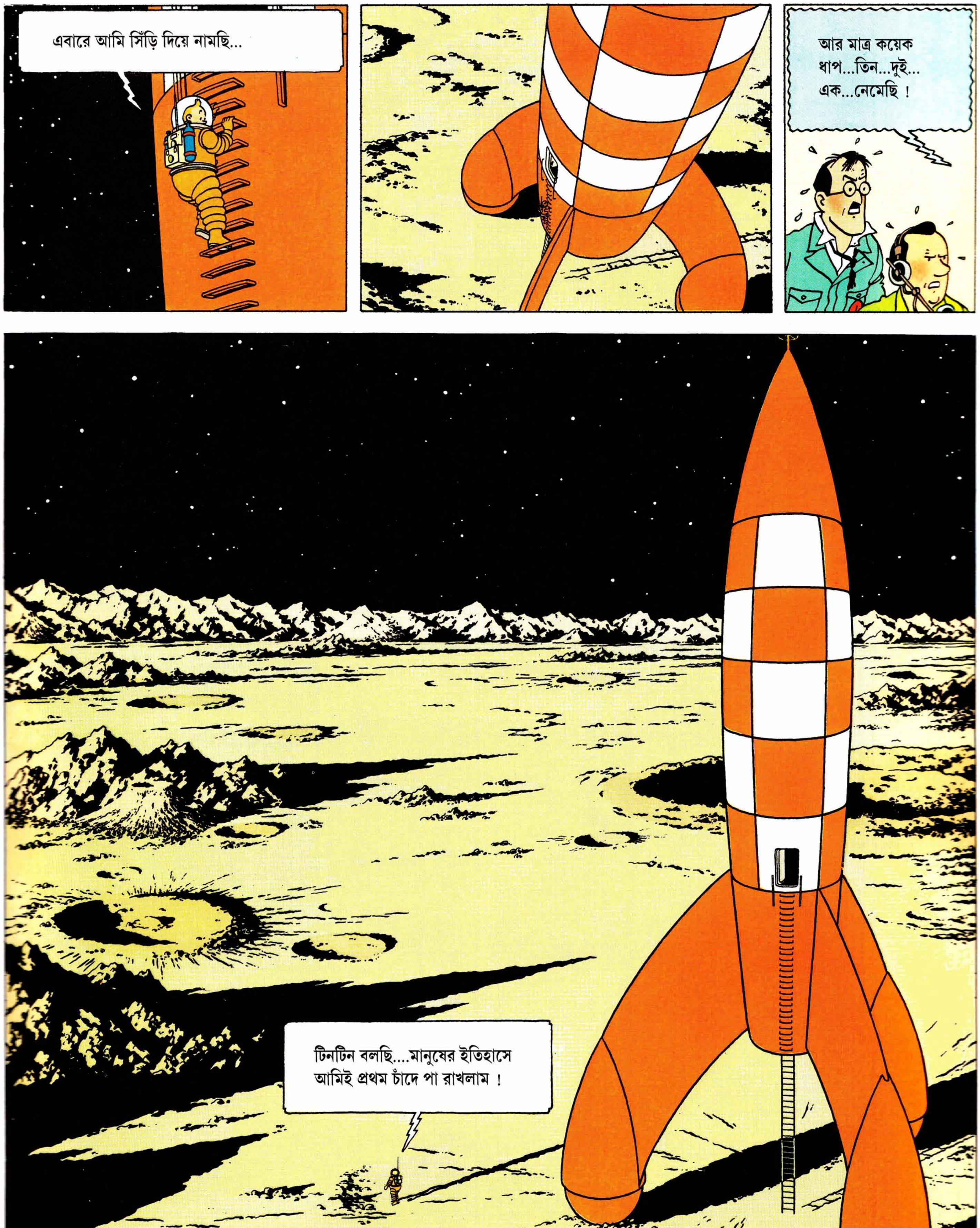
এবারে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছি...
আর মাত্র কয়েক ধাপ...তিন...দুই... এক...নেমেছি !
টিনটিন বলছি....মানুষের ইতিহাসে আমিই প্রথম চাঁদে পা রাখলাম !

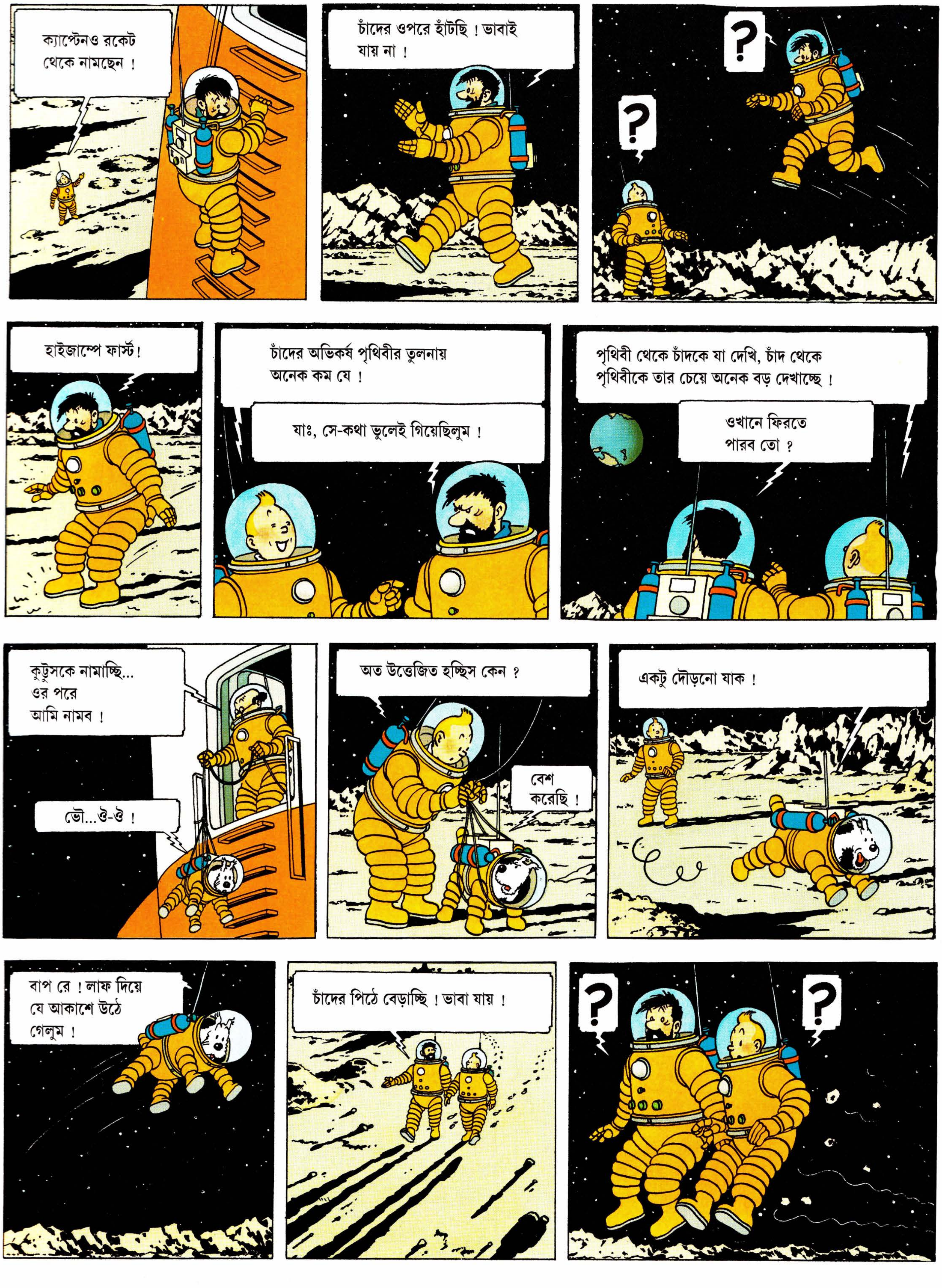

ক্যাপ্টেনও রকেট থেকে নামছেন !
চাঁদের ওপরে হাঁটছি ! ভাবাই যায় না !
?
?
হাইজাম্পে ফার্স্ট !
চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম যে !
যাঃ, সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলুম !
পৃথিবী থেকে চাঁদকে যা দেখি, চাঁদ থেকে পৃথিবীকে তার চেয়ে অনেক বড় দেখাচ্ছে !
ওখানে ফিরতে পারব তো ?
কুট্টুসকে নামাচ্ছি... ওর পরে আমি নামব !
ভৌ...ঔ-ঔ !
অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন ?
বেশ করেছি !
একটু দৌড়নো যাক !
বাপ রে ! লাফ দিয়ে যে আকাশে উঠে গেলুম !
চাঁদের পিঠে বেড়াচ্ছি ! ভাবা যায় !
?
?

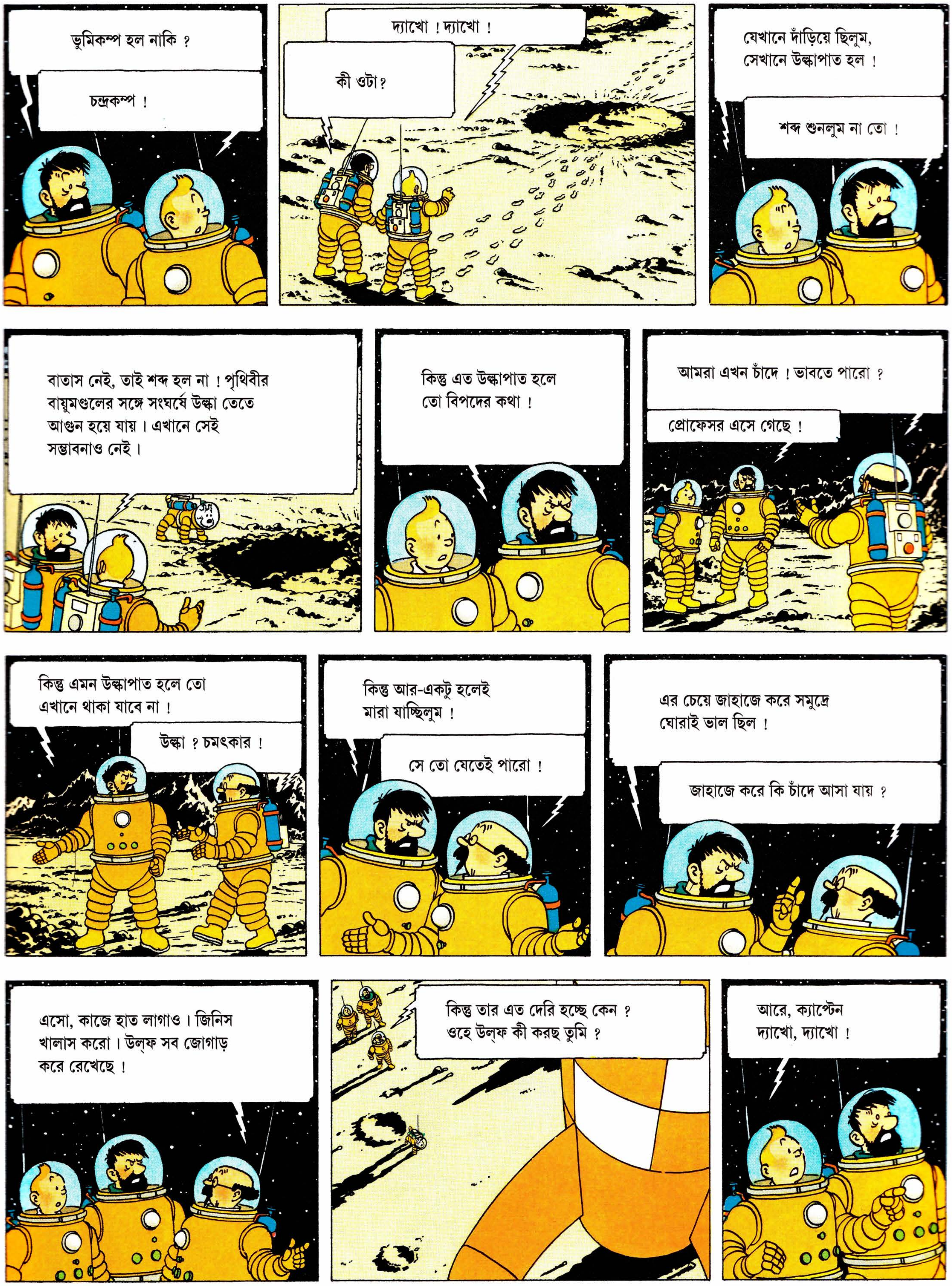
ভুমিকম্প হল নাকি ?
চন্দ্রকম্প !
দ্যাখো ! দ্যাখো !
কী ওটা?
যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেখানে উল্কাপাত হল !
শব্দ শুনলুম না তো !
বাতাস নেই, তাই শব্দ হল না ! পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে উল্কা তেতে আগুন হয়ে যায় । এখানে সেই সম্ভাবনাও নেই ।
কিন্তু এত উল্কাপাত হলে তো বিপদের কথা !
আমরা এখন চাঁদে ! ভাবতে পারো ?
প্রোফেসর এসে গেছে !
কিন্তু এমন উল্কাপাত হলে তো এখানে থাকা যাবে না !
উল্কা ? চমৎকার !
কিন্তু আর-একটু হলেই মারা যাচ্ছিলুম !
সে তো যেতেই পারো !
এর চেয়ে জাহাজে করে সমুদ্রে ঘোরাই ভাল ছিল !
জাহাজে করে কি চাঁদে আসা যায় ?
এসো, কাজে হাত লাগাও । জিনিস খালাস করো । উল্‌ফ সব জোগাড় করে রেখেছে !
কিন্তু তার এত দেরি হচ্ছে কেন ? ওহে উল্‌ফ কী করছ তুমি ?
আরে, ক্যাপ্টেন দ্যাখো, দ্যাখো !

সিঁড়ি তুলে নিল ! দরজা বন্ধ ! ব্যাপার কী ?
উল্‌ফ ! উল্‌ফ?
কী করছ হে উল্‌ফ ? চুপটি করে বসে আছ কেন ? বোবা হয়ে গেলে নাকি ?
আবার সিঁড়ি নেমেছে। দরজাও খুলেছে !
তুমি তো আচ্ছা লোক হে ! সিঁড়ি তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলে কেন ?
আমি...আমি...মানে ভুল হয়ে গিয়েছিল !
ঠিক আছে। ক্যাপ্টেন এখন ওপরে উঠে তোমাকে জিনিস নামাতে সাহায্য করবে।
আরে, ঘাবড়াচ্ছ কেন ? কপিকল রয়েছে, জিনিস খালাস করতে কষ্ট হবে না।
ঠিক আছে।
মুন রকেট টু আর্থ... ক্যালকুলাস বলছি... জিনিস নামানো হচ্ছে...
ঘণ্টা কয়েক বাদে...
জিনিস প্রায় সবই নেমেছে, আর বেশি বাকি নেই।
জিনিস নামছে না কেন ?
?
!
সরে যান !

A-2
কী ব্যাপার, তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন ?
ধাক্কা মেরে সরিয়ে না দিলে আপনি গুঁড়ো হয়ে যেতেন !
দেখুন কী ব্যাপার !
কাঁপুনিতে ঘষা লেগে লোহার তার দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ! তাই বিপত্তি !
তার পরীক্ষা করে সাবধানে জিনিস নামাও !
ঠিক আছে !
কী হয়েছে উল্‌ফ ? তুমি অসুস্থ নাকি ?
না না, মাথাটা শুধু হঠাৎ কেমন ঘুরে গিয়েছিল !
তা হলে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নাও ! আমরাও আসছি।
মিনিট কয়েক বাদে...
মুন রকেট টু আর্থ...আমরা ওপরে উঠে এসেছি... মানিকজোড় নীচে নেমেছে।
চাঁদের ওপরে ঘুরছি ! ভাবা যায় ?
ভাবা যায় ?
একটু দাঁড়াও !

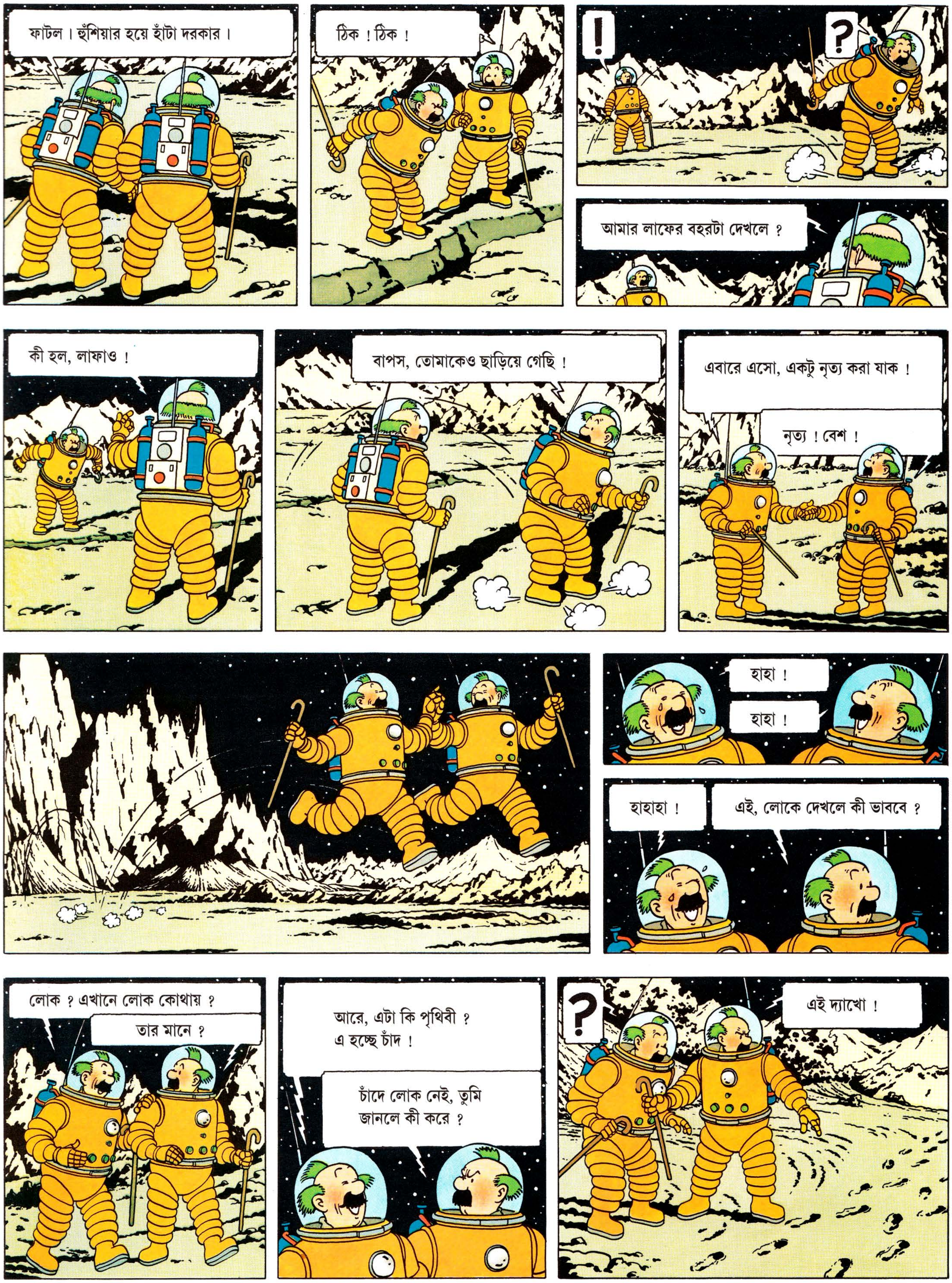

ফাটল ! হুঁশিয়ার হয়ে হাঁটা দরকার !
ঠিক ! ঠিক !
!
?
আমার লাফের বহরটা দেখলে ?
কী হল, লাফাও !
বাপস, তোমাকেও ছাড়িয়ে গেছি !
এবারে এসো, একটু নৃত্য করা যাক !
নৃত্য ! বেশ !
হাহা !
হাহা !
হাহাহা !
এই, লোকে দেখলে কী ভাববে ?
লোক ? এখানে লোক কোথায় ?
তার মানে ?
আরে, এটা কি পৃথিবী ? এ হচ্ছে চাঁদ !
চাঁদে লোক নেই, তুমি জানলে কী করে ?
?
এই দ্যাখো !

কী, এখন কী মনে হচ্ছে ?
ওরেব্বাবা ! এ যে পায়ের ছাপ !
আমি জনসন বলছি...
আমি ক্যালকুলাস...
আমি জনসন বলছি...ভয়ংকর ব্যাপার...চাঁদে মানুষ...
আমরা ছাড়া ? ...বলো কী !
সত্যি বলছি...পায়ের ছাপ দেখেছি !
ও ছাপ হয়তো আমাদেরই কারও !
দু' সেট পায়ের ছাপ !
হ্যাঁ, দু' সেট !
তা হলে ও-ছাপ হয়তো তোমাদেরই দু'জনের !
এখানেও সেই মরুভূমির ব্যাপার ঘটল নাকি ?
না, না, আমরা তো একা !
একা ? তোমরা দু'জনে একা ? রকেটে ফিরে এসো ! এক্ষুনি এসো ! বোকা কোথাকার !
বেশ, বেশ, ফিরে আসছি ! অত রাগ দেখাবার কী আছে ?
কিন্তু চাঁদে অন্য প্রাণী থাকা কি একান্তই অসম্ভব !
জানি না, আমাদের আগে অন্য কোনও মানুষ এখানে পৌঁছেছে কি না। তবে, আমার বিশ্বাস, আমরাই প্রথম।
হুম !
সত্যি কথা শুনলেই কাপ্তানবাবুর রাগ হয়ে যায় !
হোক গে !

মিনিট কয়েক বাদে ...
যতদিন চাঁদে থাকব ভেবেছিলুম, অক্সিজেনের অভাবে ততদিন থাকা যাবে না। ঠিক করেছি পৃথিবীর হিসেবে ছ'দিন আমরা চাঁদে থাকব।
ফলে আমাদের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। টিনটিন আর ক্যাপ্টেন আমাদের পর্যবেক্ষণ-ট্যাঙ্কের অংশগুলিকে নীচে নামিয়ে জোড়া দেবে। কেমন ?
ক্যালকুলাসের ডায়েরি থেকে...
৩ জুন—জিনিসপত্র নেমেছে...উল্ফ আর আমি অবজারভেটরি তৈরির কাজ শুরু করেছি। ক্যাপ্টেন আর টিনটিন জোড়া দিচ্ছে। ৪ জুন—দূরবিন বসানোর কাজ শেষ। ক্যামেরা তৈরি। কাজ শুরু হবে।
মুন টু আর্থ...যন্ত্রপাতি রেডি। পর্যবেক্ষণের কাজ এবারে শুরু হবে।
কাজের সুফল ভোগ করব কিন্তু আমরা।
ক্যালকুলাসের ডায়েরি থেকে...
৪ জুন—গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল রেকর্ড বুকে টুকে রাখা হচ্ছে...ট্যাঙ্ক জুড়বার কাজও শেষ। ৫ জুন—ট্যাঙ্কের কাজ এবারে শুরু হতে পারে...
মুন টু আর্থ... ক্যালকুলাস বলছি... টিনটিন এবারে ট্যাঙ্ক নিয়ে বেরোচ্ছে...
ভেতরটাকে বাতাস দিয়ে ভর্তি করতে পারলে আর স্পেস স্যুটের দরকার হবে না...তাও করেছে...এবারে যাত্রা শুরু হবে.....
আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে টিনটিন... অর্থাৎ সবই ঠিকঠাক চলছে।
ক্যাপ্টেনকেও দেখতে পাচ্ছি। তিনি হাত নেড়ে জানাচ্ছেন সব ঠিকঠাক...
হ্যাডক বলছি...যাত্রা শুরু হল...
চললুম আমরা !
যাত্রা শুভ হোক।
!!!

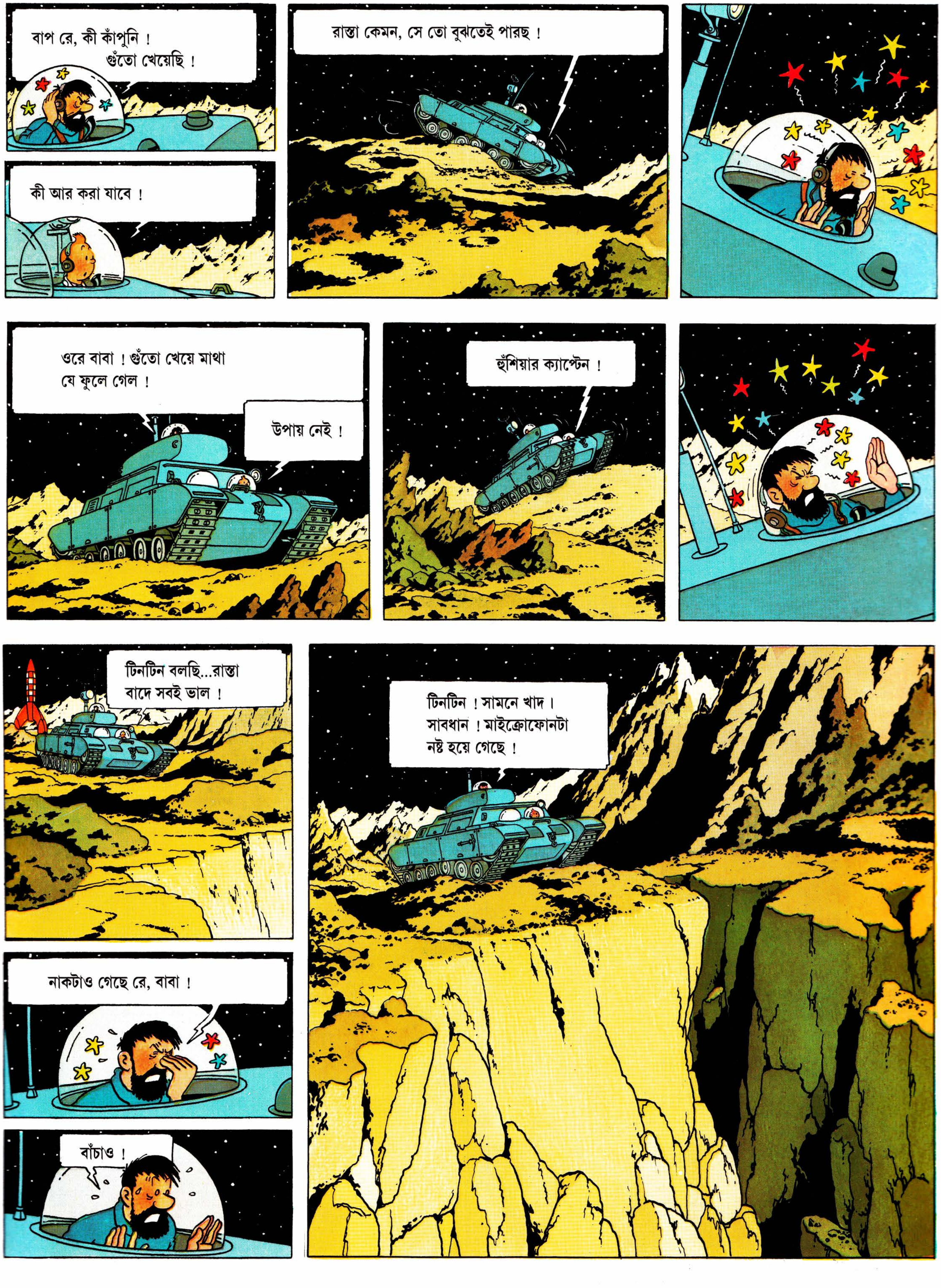
বাপ রে, কী কাঁপুনি !
গুঁতো খেয়েছি !
কী আর করা যাবে !
রাস্তা কেমন, সে তো বুঝতেই পারছ !
ওরে বাবা ! গুঁতো খেয়ে মাথা যে ফুলে গেল !
উপায় নেই !
হুঁশিয়ার ক্যাপ্টেন !
টিনটিন বলছি...রাস্তা বাদে সবই ভাল !
নাকটাও গেছে রে, বাবা !
বাঁচাও !
টিনটিন ! সামনে খাদ ।
সাবধান ! মাইক্রোফোনটা নষ্ট হয়ে গেছে !

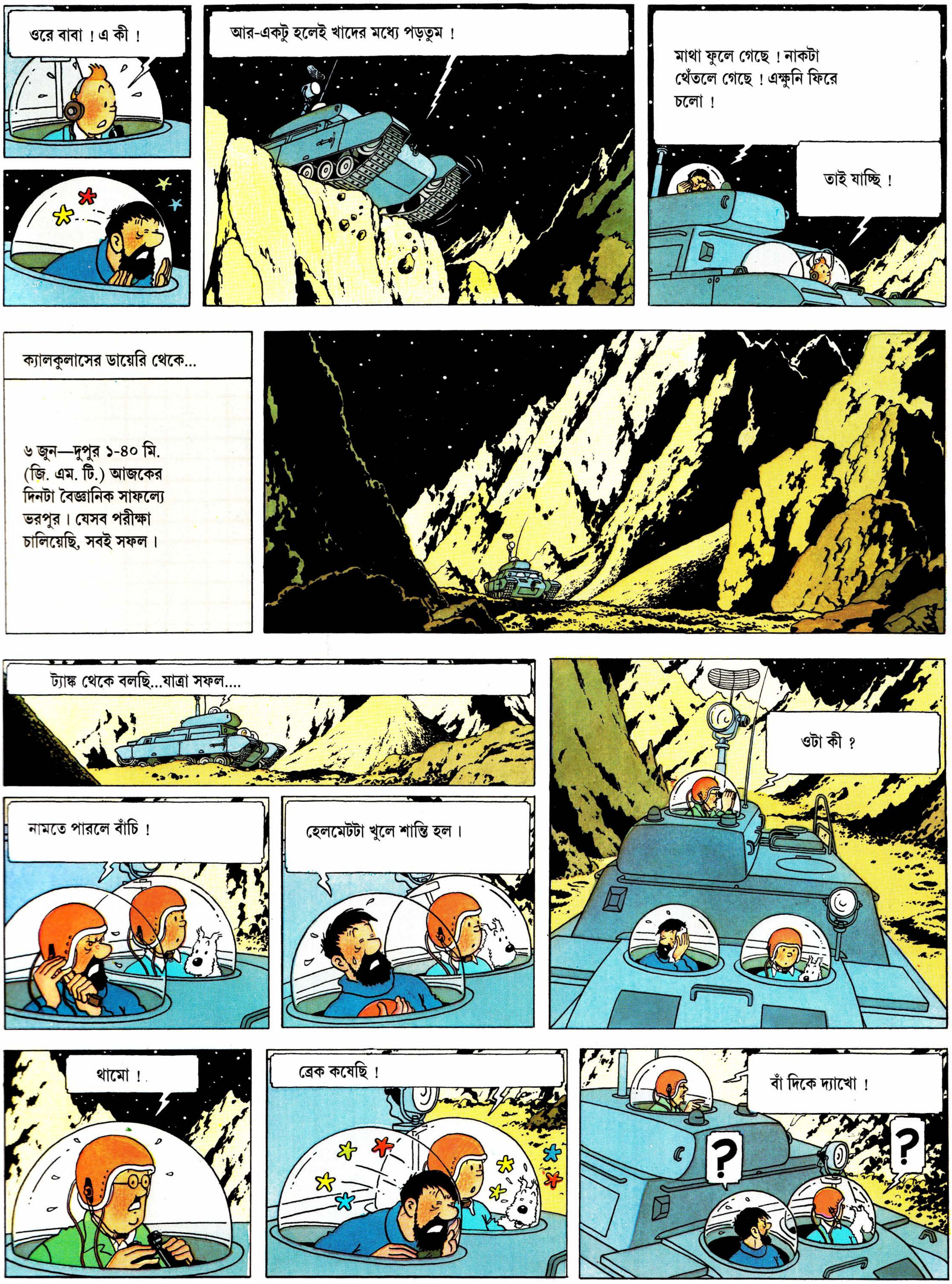
ওরে বাবা ! এ কী !
আর-একটু হলেই খাদের মধ্যে পড়তুম !
মাথা ফুলে গেছে ! নাকটা থেঁতলে গেছে ! এক্ষুনি ফিরে চলো !
তাই যাচ্ছি !
ক্যালকুলাসের ডায়েরি থেকে...
৬ জুন—দুপুর ১-৪০ মি. (জি. এম. টি.) আজকের দিনটা বৈজ্ঞানিক সাফল্যে ভরপুর। যেসব পরীক্ষা চালিয়েছি, সবই সফল।
ট্যাঙ্ক থেকে বলছি...যাত্রা সফল....
ওটা কী ?
নামতে পারলে বাঁচি !
হেলমেটটা খুলে শান্তি হল।
থামো !
ব্রেক কষেছি !
বাঁ দিকে দ্যাখো !
?
?

পাথরটার পাশে কী দেখছ ?
একটা গুহা।
কাছে গিয়ে দেখা যাক।
বেশ। ক্যাপ্টেন, তুমি আসছ তো ?
ঠিক আছে !
হ্যাঁ, এটা একটা গুহার মুখই বটে !
গুহাটা কোথায় শেষ হয়েছে, দেখা যাক !
বাব্বা, এ যে শেষই হতে চায় না !
চলছি তো চলছিই !
স্ট্যালাগমাইট আর স্ট্যালাকটাইট ! অর্থাৎ চাঁদে একসময় জল ছিল !
এগিয়ে যাস নে কুট্টুস !
কেন, অত ভয় কীসের ?
ভৌঔঔ !
!!!
ফাটল ! কুট্টুস পড়ে গেছে।

যেভাবেই হোক, ওকে উদ্ধার করতে হবে।
এখান থেকে ফাটলটা নীচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।
নীচে নামা ছাড়া উপায় নেই।
দেরি করা ঠিক হবে না।
দড়ি বেয়ে ফাটলের নীচে নেমে যাব। জানি না কুট্টুস এখন কী করছে?
এখনই ব্যবস্থা করছি।
ঠিক আছে?
ঠিক নেই!
হুঁশিয়ার! অক্সিজেনের নল ফাটলেই সর্বনাশ!
জানি!
যাক, দাঁড়ানো গেল! কুট্টুস! কুট্টুস!
কুট্টুস নিশ্চয় মারা পড়েছে। ফিরে এসো টিনটিন।
না- দেখে ফিরব না।
ফাটল ক্রমেই চওড়া হচ্ছে।
দড়ি শেষ! আর এগোবার উপায় নেই!
ওহে বেকুব, ফিরে এসো!
যাচ্ছি। কিন্তু কুট্টুস!
ক্যাপ্টেন! কী যেন নড়ল! লাফ দিয়ে নেমে দেখি।
লাফ দেবে? সর্বনাশ!
যা আছে কপালে!
আরে, এ যে বরফ!

কুট্টুস ! বেঁচে আছিস । কথা বলছিস না কেন ? ও, বেতার-যন্ত্র বিগড়েছে !
কুট্টুসকে পেয়েছি ক্যাপ্টেন ! ভাল আছে । এবারে দড়ির মুড়োটা ধরতে হবে...
বরফের ওপরে হাঁটবে কী করে ?
এই কথাই বলছিলুম !
বরফে খাঁজ কেটে-কেটে এগোতে হবে !
ক্যাপ্টেন যতটা পারো দড়ি নামিয়ে দাও ! কুট্টুসকে বেঁধে দেব, তুমি টেনে তুলবে । আমি পরে যাচ্ছি ।
বেশ ।
এই তো দড়ি !
দড়ি আর-একটু ঝুলিয়ে দাও ক্যাপ্টেন ।
দিচ্ছি
ঠিক হয়েছে ।
মিনিট কয়েক বাদে...
কুট্টুস পৌঁছে গেছে !
দড়িতে পাথর বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছি !
তাড়াতাড়ি করো ! দম আটকে আসছে !
দড়ি দেখতে পাচ্ছ ?
না ! তাড়াতাড়ি করো !

যাচ্ছলে ! দড়িটা কি ছোট হয়ে গেল ?
না কি কোথাও আটকে গেল ? তাই হবে !
ওদিকে...
কী খবর উল্‌ফ ?
গুহার ভেতর থেকে এই এতক্ষণে ওরা বেরোচ্ছে।
টিনটিন টলছে কেন ? হ্যাল্লো ক্যাপ্টেন। ও কি আহত ?
বাতাসের অভাবে অসুস্থ !
বেঁচে আছে ! কী আনন্দ !
ট্যাঙ্ক কলিং বেস। টিনটিন পরিশ্রান্ত, তাই ক্যাপ্টেন ট্যাঙ্ক চালাচ্ছেন !
ঘণ্টা কয়েক বাদে...
মুন রকেট টু আর্থ... ক্যালকুলাস বলছি...টিনটিনকে রকেটে রেখে ক্যাপ্টেন, আমি আর মানিকজোড় এক্ষুনি আবার ট্যাঙ্ক নিয়ে বেরোচ্ছি। গুহার মধ্যে ইউরেনিয়াম অথবা রেডিয়াম আছে কি না, দেখব।
তোমাদের অনুসন্ধানের সুফল ভোগ করব আমরা।
মিনিট কয়েক বাদে...
আমরা রওনা হচ্ছি !
টিনটিন বলছি... তোমাদের যাত্রা শুভ হোক !
ক্যালকুলাস বলছি... ফিরতে দেরি হবে না !
আমার ধারণা, রকেট ছেড়ে আসা ভাল হয়নি !

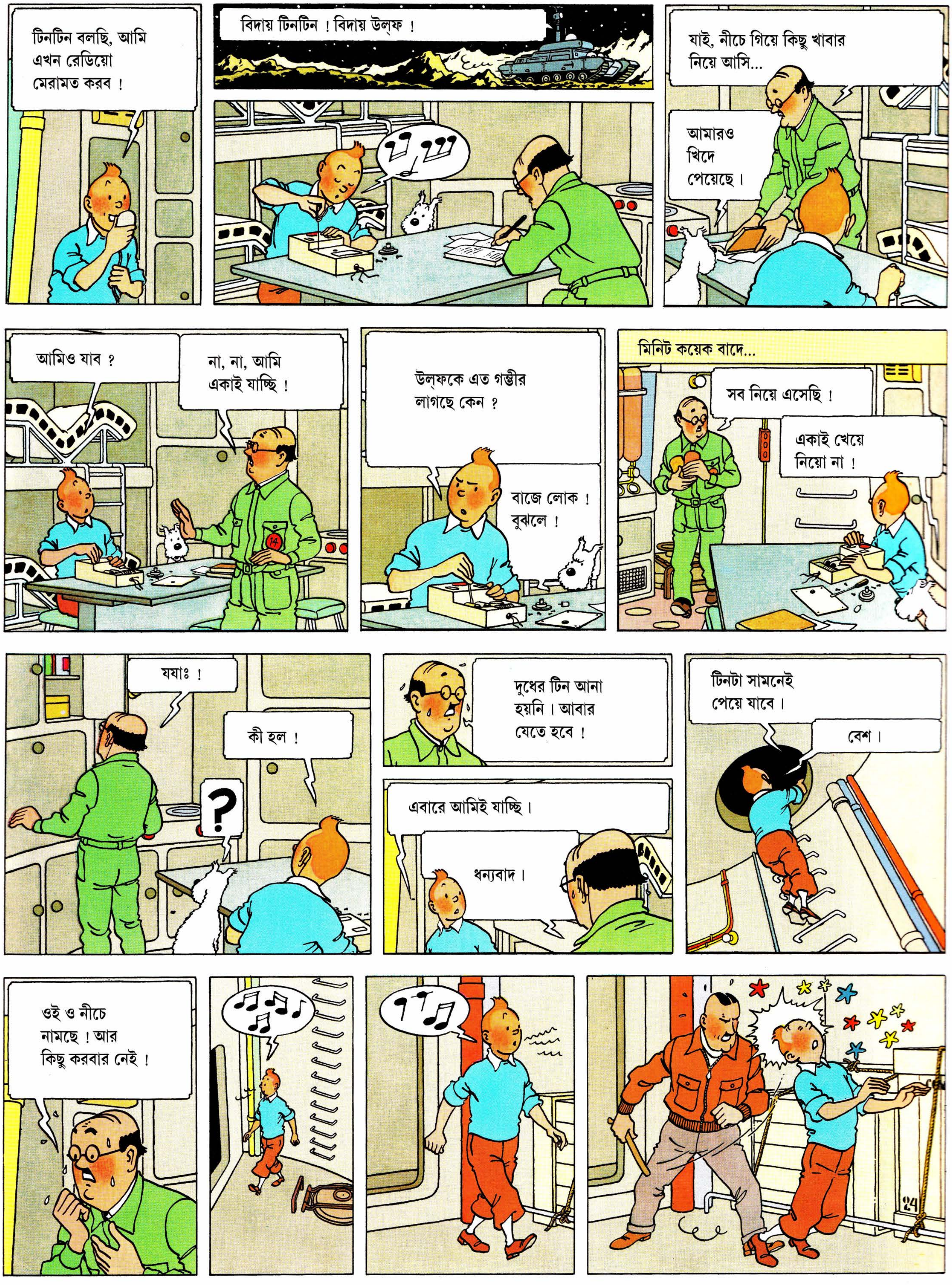
টিনটিন বলছি, আমি এখন রেডিয়ো মেরামত করব !
বিদায় টিনটিন ! বিদায় উল্‌ফ !
যাই, নীচে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসি...
আমারও খিদে পেয়েছে ।
আমিও যাব ?
না, না, আমি একাই যাচ্ছি !
উল্‌ফকে এত গম্ভীর লাগছে কেন ?
বাজে লোক ! বুঝলে !
মিনিট কয়েক বাদে...
সব নিয়ে এসেছি !
একাই খেয়ে নিয়ো না !
যযাঃ !
কী হল !
?
দুধের টিন আনা হয়নি । আবার যেতে হবে !
এবারে আমিই যাচ্ছি ।
ধন্যবাদ ।
টিনটা সামনেই পেয়ে যাবে ।
বেশ ।
ওই ও নীচে নামছে ! আর কিছু করবার নেই !

আমি কর্নেল জরগেন ! চাঁদে এসে প্রতিশোধ নিলুম !
নেমে এসো উল্‌ফ ।
নামছি !
একেবারে মেরে ফ্যালোনি তো ?
টিনটিন বেহুঁশ ! এবারে পৃথিবীতে ফিরব !
অন্যদের না-নিয়েই ?
হ্যাঁ, তাই । ওরা মরুক !
তা হয় না ! কিছুতেই না !
দয়ামায়ার স্থান নেই । রকেট চালাও !
না, তা আমি পারব না !
শোনো উল্‌ফ । অক্সিজেন এতই কম যে, সবাইকে নিয়ে ফিরতে হলে আমরা সবাই মারা পড়ব !
অক্সিজেন ছিল মাত্র চারজনের । সেক্ষেত্রে আমরা যাত্রী ছিলাম সাতজন, অতএব আর বাক্যব্যয় না-করে রকেট ছাড়ো !
টিনটিন আসছে !
!
?
ভৌ-ভৌ ! গর্‌র্ ! ঠকাস্ !
রকেটের মধ্যে এত শব্দ কীসের ? হ্যাল্লো টিনটিন...
উল্‌ফ বলছি । কুট্টুস একটু ঝঞ্ঝাট করছিল । কিন্তু এখন আবার ঠান্ডা হয়েছে ।
একদম ঠান্ডা !

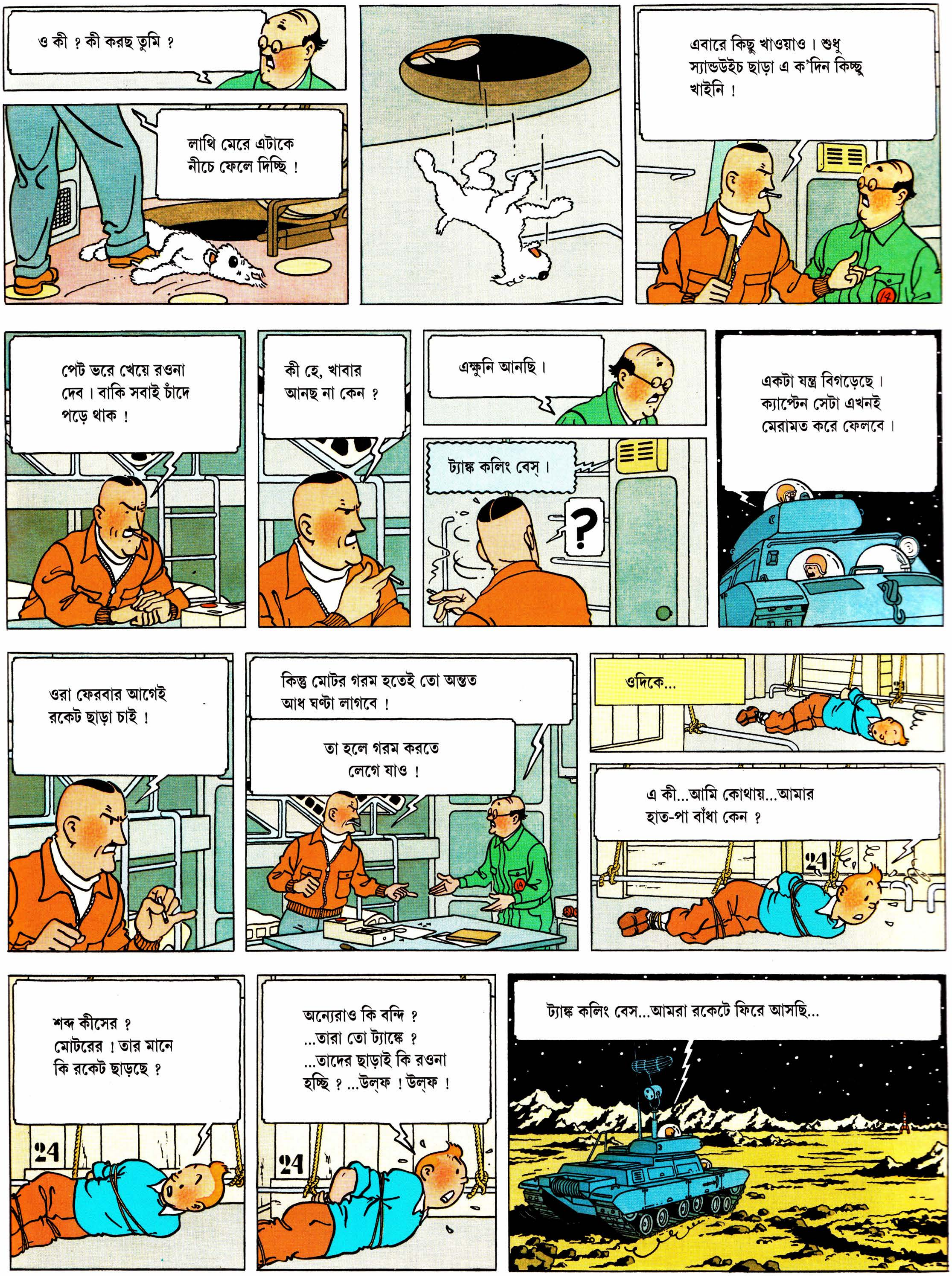
ও কী ? কী করছ তুমি ?
লাথি মেরে এটাকে নীচে ফেলে দিচ্ছি !
এবারে কিছু খাওয়াও। শুধু স্যান্ডউইচ ছাড়া এ ক'দিন কিচ্ছু খাইনি !
পেট ভরে খেয়ে রওনা দেব। বাকি সবাই চাঁদে পড়ে থাক !
কী হে, খাবার আনছ না কেন ?
এক্ষুনি আনছি।
ট্যাঙ্ক কলিং বেস্।
?
একটা যন্ত্র বিগড়েছে। ক্যাপ্টেন সেটা এখনই মেরামত করে ফেলবে।
ওরা ফেরবার আগেই রকেট ছাড়া চাই !
কিন্তু মোটর গরম হতেই তো অন্তত আধ ঘণ্টা লাগবে !
তা হলে গরম করতে লেগে যাও !
ওদিকে...
এ কী...আমি কোথায়...আমার হাত-পা বাঁধা কেন ?
শব্দ কীসের ? মোটরের ! তার মানে কি রকেট ছাড়ছে ?
অন্যেরাও কি বন্দি ? ...তারা তো ট্যাঙ্কে ? ...তাদের ছাড়াই কি রওনা হচ্ছি ? ...উল্ফ ! উল্ফ !
ট্যাঙ্ক কলিং বেস...আমরা রকেটে ফিরে আসছি...

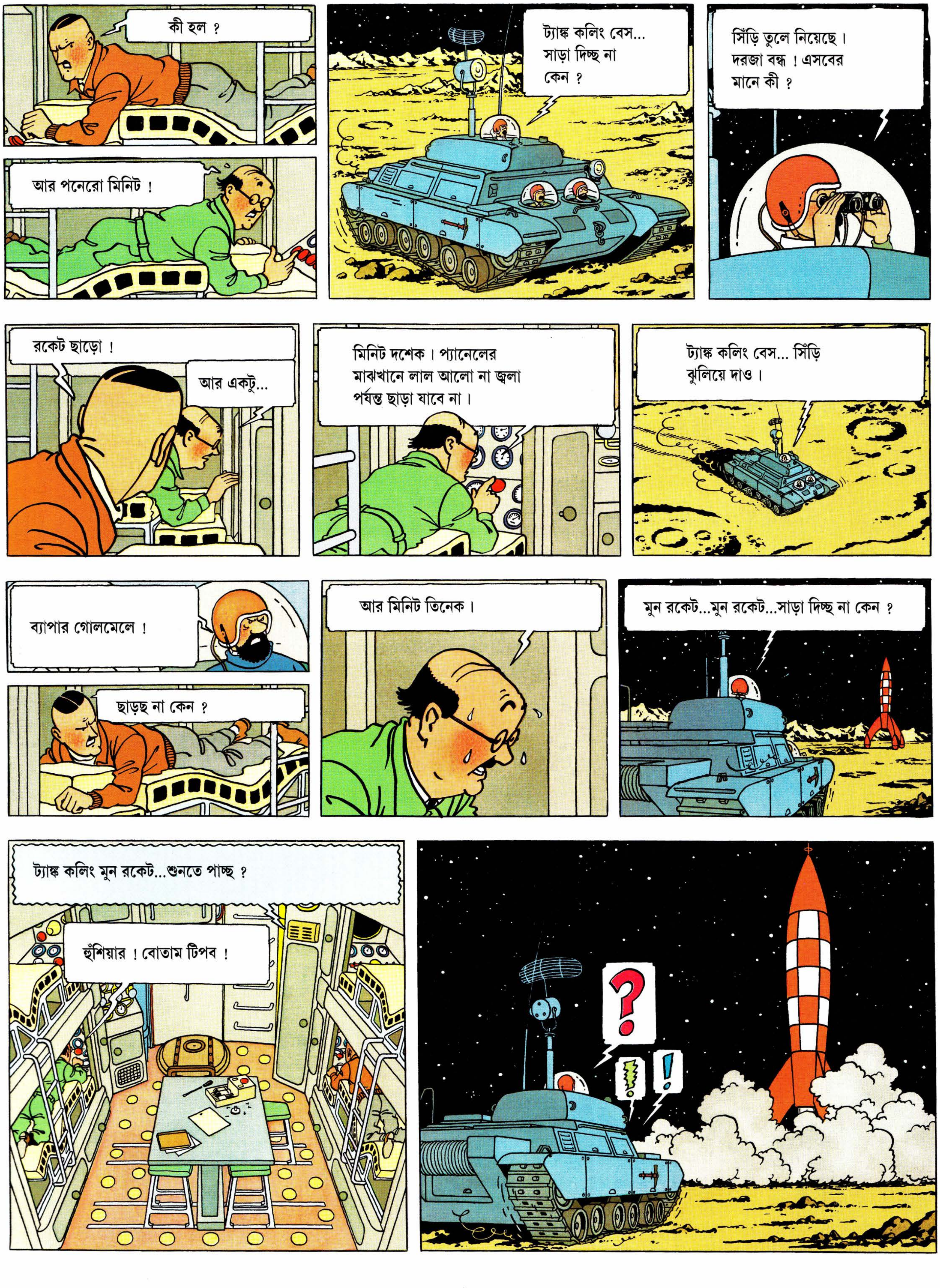
কী হল ?
আর পনেরো মিনিট !
ট্যাঙ্ক কলিং বেস... সাড়া দিচ্ছ না কেন ?
সিঁড়ি তুলে নিয়েছে। দরজা বন্ধ ! এসবের মানে কী ?
রকেট ছাড়ো !
আর একটু...
মিনিট দশেক। প্যানেলের মাঝখানে লাল আলো না জ্বলা পর্যন্ত ছাড়া যাবে না।
ট্যাঙ্ক কলিং বেস... সিঁড়ি ঝুলিয়ে দাও।
ব্যাপার গোলমেলে !
ছাড়ছ না কেন ?
আর মিনিট তিনেক।
মুন রকেট...মুন রকেট...সাড়া দিচ্ছ না কেন ?
ট্যাঙ্ক কলিং মুন রকেট...শুনতে পাচ্ছ ?
হুঁশিয়ার ! বোতাম টিপব !
?
!

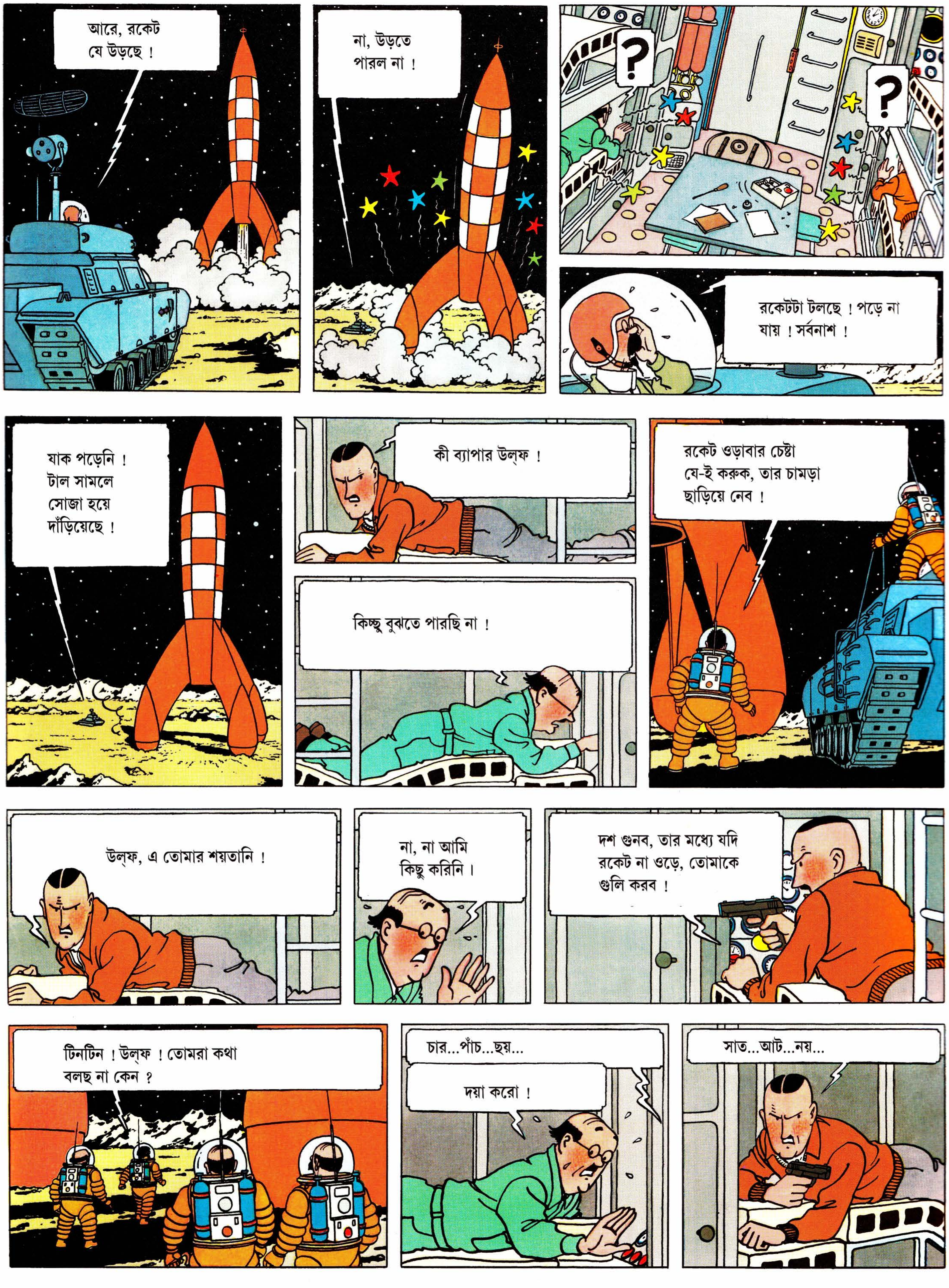
আরে, রকেট যে উড়ছে !
না, উড়তে পারল না !
রকেটটা টলছে ! পড়ে না যায় ! সর্বনাশ !
যাক পড়েনি ! টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে !
কী ব্যাপার উল্‌ফ !
কিচ্ছু বুঝতে পারছি না !
রকেট ওড়াবার চেষ্টা যে-ই করুক, তার চামড়া ছাড়িয়ে নেব !
উল্‌ফ, এ তোমার শয়তানি !
না, না আমি কিছু করিনি।
দশ গুনব, তার মধ্যে যদি রকেট না ওড়ে, তোমাকে গুলি করব !
টিনটিন ! উল্‌ফ ! তোমরা কথা বলছ না কেন ?
চার...পাঁচ...ছয়...
দয়া করো !
সাত...আট...নয়...

দশ ! রকেট ওড়েনি !
তা হলে মরো !
আঃ !
টিনটিন !
হ্যাঁ, আমি ! এবারে দুজনেই হাত তুলে দাঁড়াও !
কর্নেল বরিস ! সিলডাভিয়ার রাজার বিরুদ্ধে তুমিই ষড়যন্ত্র করেছিলে !
ও হ্যাঁ, রকেট যে ওড়েনি, তার জন্য উল্ফ নয়, আমি দায়ী !
টিনটিন ! টিনটিন !
এসো ক্যাপ্টেন !
আরে, এ-লোকটা আবার কোত্থেকে এল।
উল্ফ একে এই রকেটের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিল !
আসুন, প্রোফেসর ক্যালকুলাস, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই !
আপনি কে ?
অক্সিজেন কম বলে আমি পাইপ খাইনি ! আর সেই অক্সিজেন কিনা এ-ব্যাটা টানছিল !
আপনাদের কোনও কথারই আমি জবাব দেব না !
কিছুই তো বুঝতে পারছি না !... কী হয়েছে উল্ফ ?
আমি লজ্জিত !
টিনটিন, এদিকে এসো !
?

কুট্টুস খোঁড়াচ্ছে !
আসছি !
হাড় ভেঙে গেছে বোধ হয় ! ওপরে নিয়ে যাই!
কী ব্যাপার ?
হাড় ভেঙেছে !
তুই ওর পা ভেঙেছিস ! বুঝলি ?
দাঁড়াও, আমি একবার কুট্টুসকে পরীক্ষা করে দেখি।
কী কুট্টুস, হাড় ভেঙেছে ? লাগছে না তো ?
!?
ঘ্যাক ! ভৌও !
ব্যান্ডেজটা তুমিই বাঁধো হে টিনটিন !
মিনিট কয়েক বাদে....
দিন কয়েক জিরোলেই সেরে উঠবি।
এবার উল্ফের বক্তব্য শোনা যাক !
সব বলছি !
আমেরিকায় আমি গবেষণা করতাম...সেই সময়ে জুয়াড়িদের পাল্লায় পড়ে আমার অনেক ধারদেনা হয়। নিউ ইয়র্কে একটা লোক আমাকে বলে যে কিছু নির্দোষ খবরের বিনিময়ে সে আমার ধারদেনা শোধ করতে রাজি।
খবরটা পরমাণু-গবেষণা সংক্রান্ত। সে আমার ওপরে চাপ দিয়ে ক্রমে-ক্রমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও বের করে নেয়। আমি ফাঁদে পড়েছিলাম। শেষপর্যন্ত আমি ইউরোপে পালিয়ে আসি। সিলডাভিয়ার পরমাণু-কেন্দ্রে চাকরি নিই।
এই সময়ে আপনারাও সিলডাভিয়ায় আসেন। কিন্তু শত্রুরা সেখানেও আমার পিছু নেয়, এবং রকেট-সংক্রান্ত খবর তাদের কাছে পাচার করতে বাধ্য করে।
তুমিই তা হলে বিশ্বাসঘাতক ?
হ্যাঁ, আমিই।
তুমিই তা হলে সেখানে আমার মাথায় বাড়ি মেরেছিলে ! এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে !
আমরাও একটা প্রশ্ন করতে চাই।
হ্যাঁ, জরুরি একটা প্রশ্ন।

তুমিই কি কঙ্কাল সেজে...
আমাদের ভয় দেখিয়েছিলে ?
যত্ত সব বাজে কথা !
হ্যাঁ, বলে যাও ।
পরীক্ষামূলক রকেটটি শত্রুদের হস্তগত হয়নি, কারণ টিনটিনের পরামর্শে শূন্যেই সেটিকে ধ্বংস করা হয় । শত্রুরা ভেবেছিল, ওটা আমার কারসাজি । ওরা আমাকে আদেশ দেয়, নতুন রকেটে জিনিস তোলার সময় যন্ত্রপাতির বাক্সে একজন লোককে নিতে হবে !
আর তুমিও রাজি হয়ে গেলে, হিপোপটেমাস কোথাকার ?
ওরা বলেছিল, লোকটি সাংবাদিক ।
সেদিন বাক্স খুলে দেখলুম সাংবাদিক নয়, সে জরগেন । বলল, এই রকেটকে সিলডাভিয়ার বদলে অন্য দেশে ফেরাতে হবে ।
আর দুটো প্রশ্ন । সিঁড়ি সরিয়েছিল কে ? আর বাক্সগুলোই বা ফেলল কে ? তুমি ?
আমরা মরে যেতে পারতুম, তা জানো ?
তোমাকে কিনা বিশ্বাস করেছিলুম !
বলো, আর কী বলবে ।
সব বলো !
আজ যখন টিনটিন একা রকেটে ছিল, জরগেন তখন তাকে আক্রমণ করে ।
তার আগেই তাকে তুমি বাক্স থেকে বের করেছ । তারপর তুমি আমাকে নীচে পাঠাও ।
হ্যাঁ । জরগেন আপনাদের ফেলে রকেট ছাড়তে চেয়েছিল । আমি তাতে রাজি হইনি ।
নীচ থেকে আমি মোটরের শব্দ শুনতে পাই । ততক্ষণে আমার জ্ঞান ফিরেছে ।
বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়া শক্ত হয়নি । আমি তার কেটে দিই । ফলে উড়তে গিয়েও রকেট পড়ে যায় ।
ফলে আমরা বেঁচে যাই !
তাতে রকেটের কতটা ক্ষতি হয়েছে কে জানে !

আমরা বেঁচে গেছি বটে, কিন্তু এখন দেখা দরকার, রকেটটা ফের উড়তে পারবে কি না। মেরামত করতে সময় লাগবে, এদিকে অক্সিজেনও বেশি নেই।
রকেটটা পড়ে যেতে এয়ার লকের দরজা খুলি এবং সিঁড়ি নামাই। তারপরে ওপরে এসে দেখি, জরগেন উল্‌ফকে মারতে চলেছে।
আমি আমার হাতের যন্তরটা ছুড়ে মারতে ওর পিস্তল ছিটকে যায়। ওহে জরগেন ওরফে বরিস, ঠিক বলছি তো?
তুমি এই হনুমানটাকে চেনো নাকি?
নিশ্চয়। আগেও এর সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ঘটেছে। তা এবারে এদের দু'জনকেই বন্দি করে...
নীচের তলায় রেখে দেওয়া দরকার।
কিন্তু অক্সিজেন তো কম, এদের অতএব বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই।
না, না, অতটা নিষ্ঠুর হওয়া ঠিক নয়।
এখন দয়া দেখাচ্ছ! কিন্তু পরে না পস্তাতে হয়!
এবারে এসো, তোমাকে বেঁধে ফেলি। তারপর রদ্দা মারতে-মারতে নীচে নিয়ে যাই।
যা খুশি করো, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে থুথু ছিটিয়ো না।
!
কী, আমি থুথু ছেটাই? পাজি, বেবুন, গাধা!
শান্ত হও, ক্যাপ্টেন!
অ্যাঁ, আমি কিনা থুথু ছেটাই! তুমিই বলো, ছেটাই? কী, কিছু বলছ না কেন?
বেশ, আপনিই বলুন ছেটাই?
ছাতা চাই!
নিয়ে আসছি!
!?

রাগছ কেন ? বন্দি দু'জনকে নীচে রেখে এসো !
হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমি পৃথিবীকে সব জানাই !
মুন রকেট টু আর্থ...ভয়াবহ ব্যাপার... রকেটের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকেছে...
উল্‌ফের সাহায্যে ঢুকেছিল...শেষ পর্যন্ত তাদের বন্দি করেছি !
ইতিমধ্যে...
ব্যস, চুপচাপ এখানে বসে থাকো !
মিনিট কয়েক বাদে...
আচ্ছা করে বেঁধেছি !
উত্তম। এখন শোনো...
রকেট মেরামত করতে অন্তত একশো ঘণ্টা লাগবে।
ফিরতেও কম সময় লাগবে না। অথচ অক্সিজেন আছে মাত্র একশো ঘণ্টারই। অর্থাৎ অক্সিজেনের অভাবে আমরা রকেটের মধ্যেই মারা পড়ব।
কিন্তু এখনও তো আমরা বেঁচে আছি। সুতরাং মেরামতি শুরু হোক।
মুন রকেট টু আর্থ... মেরামতি শুরু হচ্ছে...কিছু গান বাজান...
এখনই গানের ব্যবস্থা করছি।
কাঁদছ কেন ? গান শুরু হবে ! ফুর্তি করো !
এখন শোনানো হচ্ছে সুরশিল্পী শুবার্টের 'দ্য গ্রেভডিগার....'
সময় বয়ে যাচ্ছে....চাঁদে এখন রাত্রি....

বাহাত্তর ঘণ্টা বাদে ...
মুন রকেট টু আর্থ...মেরামতি প্রায় শেষ হয়ে এল...ট্যাঙ্ক ও অন্য কিছু যন্ত্রপাতি চাঁদেই রেখে যাচ্ছি... অক্সিজেন প্রায় ফতুর...সুতরাং ওসব নিয়ে আর কালক্ষেপ করা যাবে না...
রকেটে থাকছে রেকর্ডিং-যন্ত্র, ক্যামেরা আর অক্সিজেন সিলিন্ডার। টিনটিন আর ক্যাপ্টেন সেসব জোগাড় করে রাখছে...
ঠিক আছে।
হ্যাল্লো টিনটিন, কাজ চলছে তো ?
হ্যাঁ, অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে ...
পৃথিবীর আলোয় কাজ চালাচ্ছি...
পৃথিবীর জ্যোৎস্নাতে আজ দু'জনে চালাচ্ছি কাজ
ট্যাঙ্কের মধ্যে একটা সিলকরা বার্তা রেখে গেলুম, পরে কেউ চাঁদে এলে দেখতে পাবে। এখন রকেটে ফিরছি।
মিনিট কয়েক বাদে...
সব ঠিক আছে, প্রোফেসর।
মেরামতিও শেষ। দু'ঘণ্টা বাদে ৪-৫২ মিনিটে রকেট ছাড়ব।
রকেট ছাড়ার সময়ে শুয়ে থাকাই নিরাপদ। বন্দিদেরও শুয়ে থাকতে বোলো।
ওদের নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?
ব্যাটাদের বাঁচিয়ে রাখাই ভুল হয়েছে ! তবু যাই...
এখনও আমার শেষ অস্ত্র বাকি।
দু'ঘণ্টা বাদে...
আর্থ কলিং মুন রকেট...দেরি নেই...
তিরিশ সেকেন্ড বাকি...কুড়ি সেকেন্ড বাকি...দশ সেকেন্ড বাকি...নয়...আট...সাত... ছয়...পাঁচ...চার...তিন...দুই... এক...জিরো !
বোতাম টিপছি ! কপালে কী আছে কে জানে !

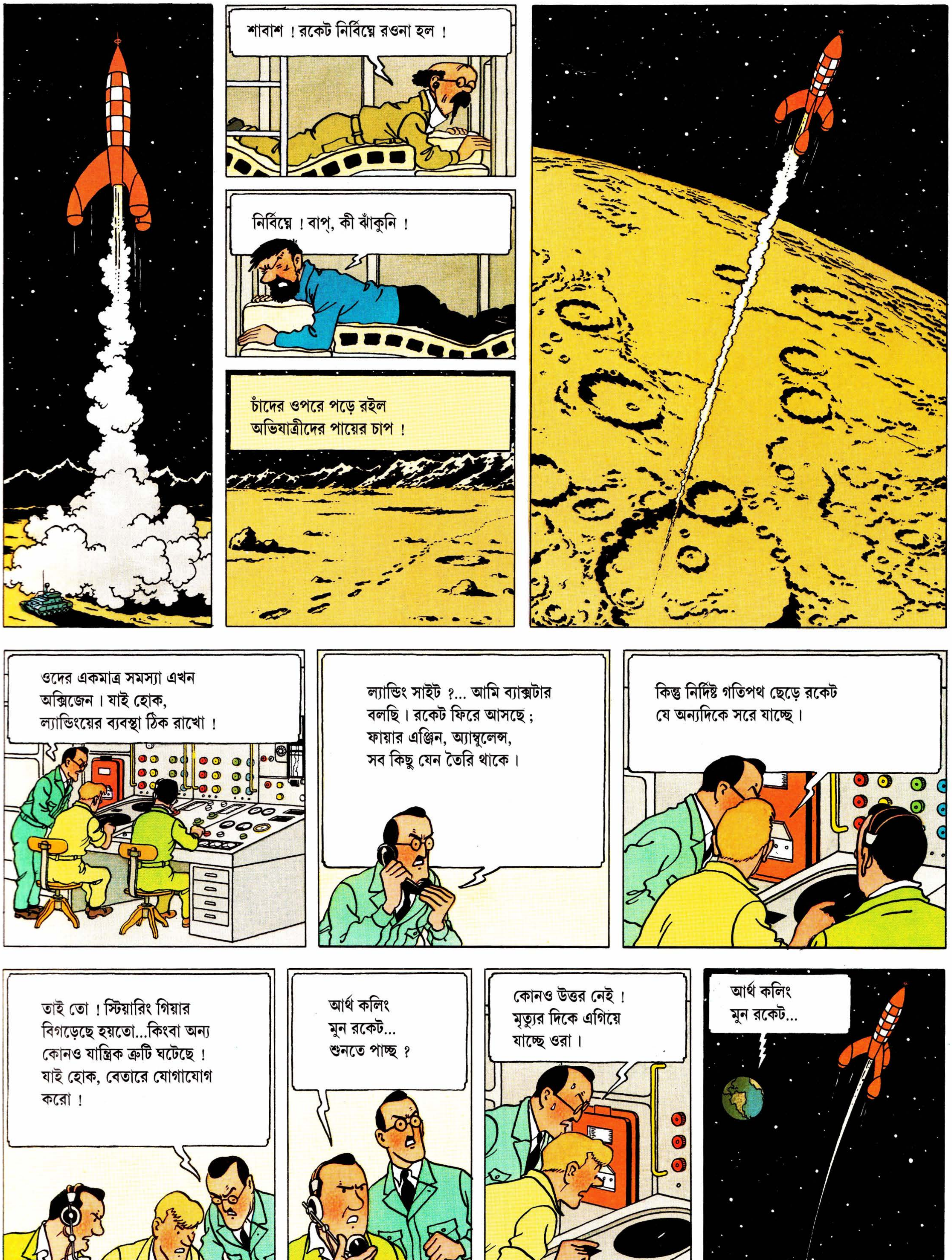

শাবাশ ! রকেট নির্বিঘ্নে রওনা হল !
নির্বিঘ্নে ! বাপ্, কী ঝাঁকুনি !
চাঁদের ওপরে পড়ে রইল অভিযাত্রীদের পায়ের চাপ !
ওদের একমাত্র সমস্যা এখন অক্সিজেন । যাই হোক, ল্যান্ডিংয়ের ব্যবস্থা ঠিক রাখো !
ল্যান্ডিং সাইট ?... আমি ব্যাক্সটার বলছি । রকেট ফিরে আসছে ; ফায়ার এঞ্জিন, অ্যাম্বুলেন্স, সব কিছু যেন তৈরি থাকে ।
কিন্তু নির্দিষ্ট গতিপথ ছেড়ে রকেট যে অন্যদিকে সরে যাচ্ছে ।
তাই তো ! স্টিয়ারিং গিয়ার বিগড়েছে হয়তো...কিংবা অন্য কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটেছে ! যাই হোক, বেতারে যোগাযোগ করো !
আর্থ কলিং মুন রকেট... শুনতে পাচ্ছ ?
কোনও উত্তর নেই ! মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা ।
আর্থ কলিং মুন রকেট...

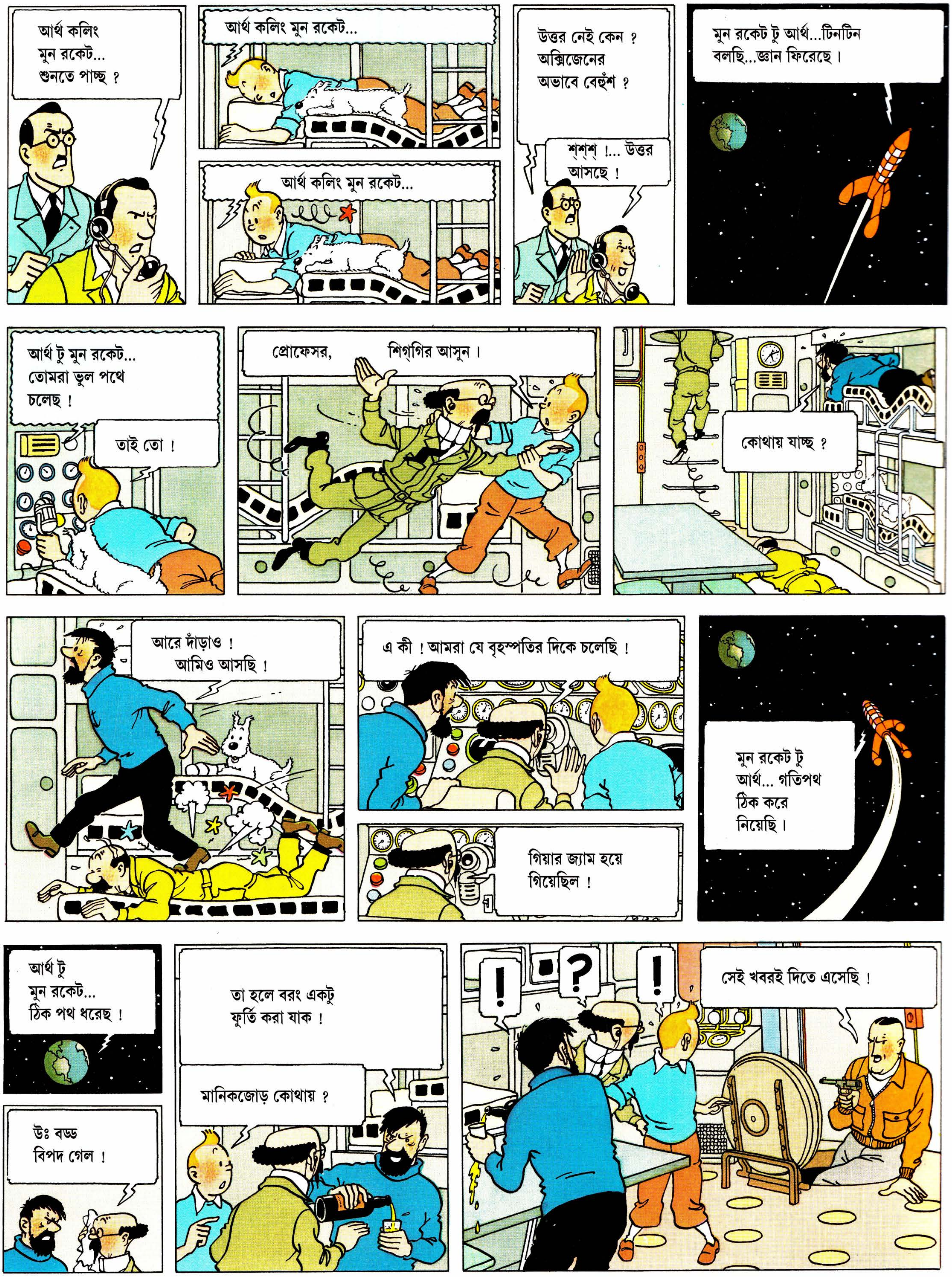

আর্থ কলিং মুন রকেট... শুনতে পাচ্ছ ?
আর্থ কলিং মুন রকেট...
আর্থ কলিং মুন রকেট...
উত্তর নেই কেন ? অক্সিজেনের অভাবে বেহুঁশ ?
শ্‌শ্‌শ্‌ !... উত্তর আসছে !
মুন রকেট টু আর্থ...টিনটিন বলছি...জ্ঞান ফিরেছে ।
আর্থ টু মুন রকেট... তোমরা ভুল পথে চলেছ !
তাই তো !
প্রোফেসর, শিগ্‌গির আসুন ।
কোথায় যাচ্ছ ?
আরে দাঁড়াও ! আমিও আসছি !
এ কী ! আমরা যে বৃহস্পতির দিকে চলেছি !
গিয়ার জ্যাম হয়ে গিয়েছিল !
মুন রকেট টু আর্থ... গতিপথ ঠিক করে নিয়েছি ।
আর্থ টু মুন রকেট... ঠিক পথ ধরেছ !
উঃ বড্ড বিপদ গেল !
তা হলে বরং একটু ফুর্তি করা যাক !
মানিকজোড় কোথায় ?
!
?
!
সেই খবরই দিতে এসেছি !

হ্যান্ডস আপ ! এবারে শোনো ! মানিকজোড় ভেবেছিল, দড়ির বাঁধন খুলে আমাদের হাতকড়া পরাবে !
তা বাঁধন খুলতেই সেই হাতকড়া আমি তাদেরই পরিয়ে দিয়েছি !
এবারে আসল কথাটা বলি । তোমরা আমাকে প্রাণে মারোনি বটে, কিন্তু আমি তোমাদের মারব ।
সে কী, তুমি তো বলেছিলে ওঁদের মারবে না !
ওসব বলতে হয় । ভাগো !
না, জরগেন, না !
সরে যাও বলছি ।
ছেড়ে দাও আমাকে !
ধরে থাকো, উল্‌ফ !
গুডুম !
আর্থ টু মুন রকেট...কী হল ? 'গুডুম' করে শব্দটা হল কীসের ?
মারা গেছে ।
মুন রকেট টু আর্থ...ভয়ংকর ব্যাপার...জরগেন আমাদের আক্রমণ করেছিল...উল্‌ফ ঠেকায়...ধস্তাধস্তির সময় পিস্তল ছুটে গিয়ে জরগেন মারা গেছে !
দোষ আমার নয়...মানে...আমি তো ওকে...
ঠিক আছে, তোমার দোষ নেই । এসো, তুমি এখন আমাদেরই একজন !
না, না, ওকে ক্ষমা করা ঠিক হবে না ! ও বিশ্বাসঘাতক ! এবারে ওকে লোহার বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব !
এ কী, দম আটকে আসছে কেন ?

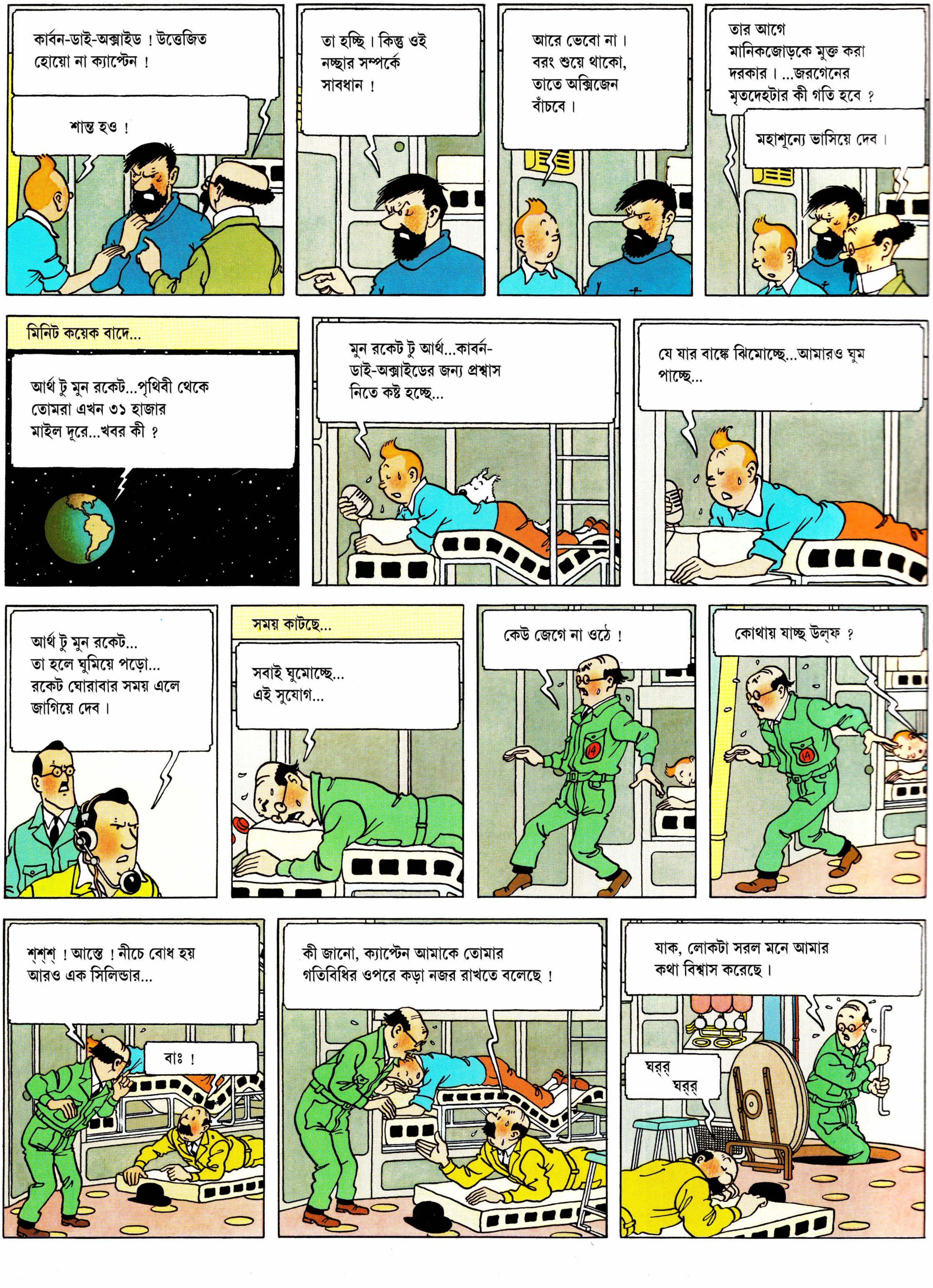
কার্বন-ডাই-অক্সাইড ! উত্তেজিত হোয়ো না ক্যাপ্টেন !
শান্ত হও !
তা হচ্ছি। কিন্তু ওই নচ্ছার সম্পর্কে সাবধান !
আরে ভেবো না। বরং শুয়ে থাকো, তাতে অক্সিজেন বাঁচবে।
তার আগে মানিকজোড়কে মুক্ত করা দরকার। ...জরগেনের মৃতদেহটার কী গতি হবে ?
মহাশূন্যে ভাসিয়ে দেব।
মিনিট কয়েক বাদে...
আর্থ টু মুন রকেট...পৃথিবী থেকে তোমরা এখন ৩১ হাজার মাইল দূরে...খবর কী ?
মুন রকেট টু আর্থ...কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্য প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...
যে যার বাঙ্কে ঝিমোচ্ছে...আমারও ঘুম পাচ্ছে...
আর্থ টু মুন রকেট... তা হলে ঘুমিয়ে পড়ো... রকেট ঘোরাবার সময় এলে জাগিয়ে দেব।
সময় কাটছে...
সবাই ঘুমোচ্ছে... এই সুযোগ...
কেউ জেগে না ওঠে !
কোথায় যাচ্ছ উল্‌ফ ?
শ্‌শ্‌শ্‌ ! আস্তে ! নীচে বোধ হয় আরও এক সিলিন্ডার...
বাঃ !
কী জানো, ক্যাপ্টেন আমাকে তোমার গতিবিধির ওপরে কড়া নজর রাখতে বলেছে !
যাক, লোকটা সরল মনে আমার কথা বিশ্বাস করেছে।
ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌

আধ ঘণ্টা বাদে...
আর্থ কলিং মুন রকেট... শুনতে পাচ্ছ ? ...আর্থ কলিং মুন রকেট...
শুনতে পাচ্ছ ? মুন রকেট...
কী ব্যাপার ? ও হ্যাঁ, বেতার।
মুন রকেট টু আর্থ...টিনটিন বলছি...
ঘুমোচ্ছিলে নাকি ?
পনেরো মিনিট বাদে রকেটের মুখ ঘোরাতে হবে। তৈরি থাকো।
ঠিক আছে। সবাইকে জাগিয়ে দিচ্ছি।
উঠে পড়ো সবাই। চুম্বক-জুতো পরে নাও। একটু বাদেই রকেটের মুখ ঘোরাতে হবে।
ধুত ! আবার হুজ্জুত ! এইজন্যই চাঁদে আসতে চাইনি।
আরে, উল্‌ফ কোথায় ?
মিনিট কয়েক আগে নীচে নেমেছে।
নামতে দিলে কেন ? তার ওপরে তোমাকে নজর রাখতে বলিনি ?
নজর তো রেখেছিলুম।
কী মতলবে নীচে নেমেছে, কে জানে ! খুব তো মহত্ত্ব দেখিয়েছিলে ! এখন ও-ব্যাটা কোনও ক্ষতি না করে !
নীচে চলো সবাই !
গুলি ছুড়লেই মারা পড়ব !
কোথায় লুকিয়ে আছে, কে জানে !
ওই দ্যাখো ! দেখতে পাচ্ছ ?

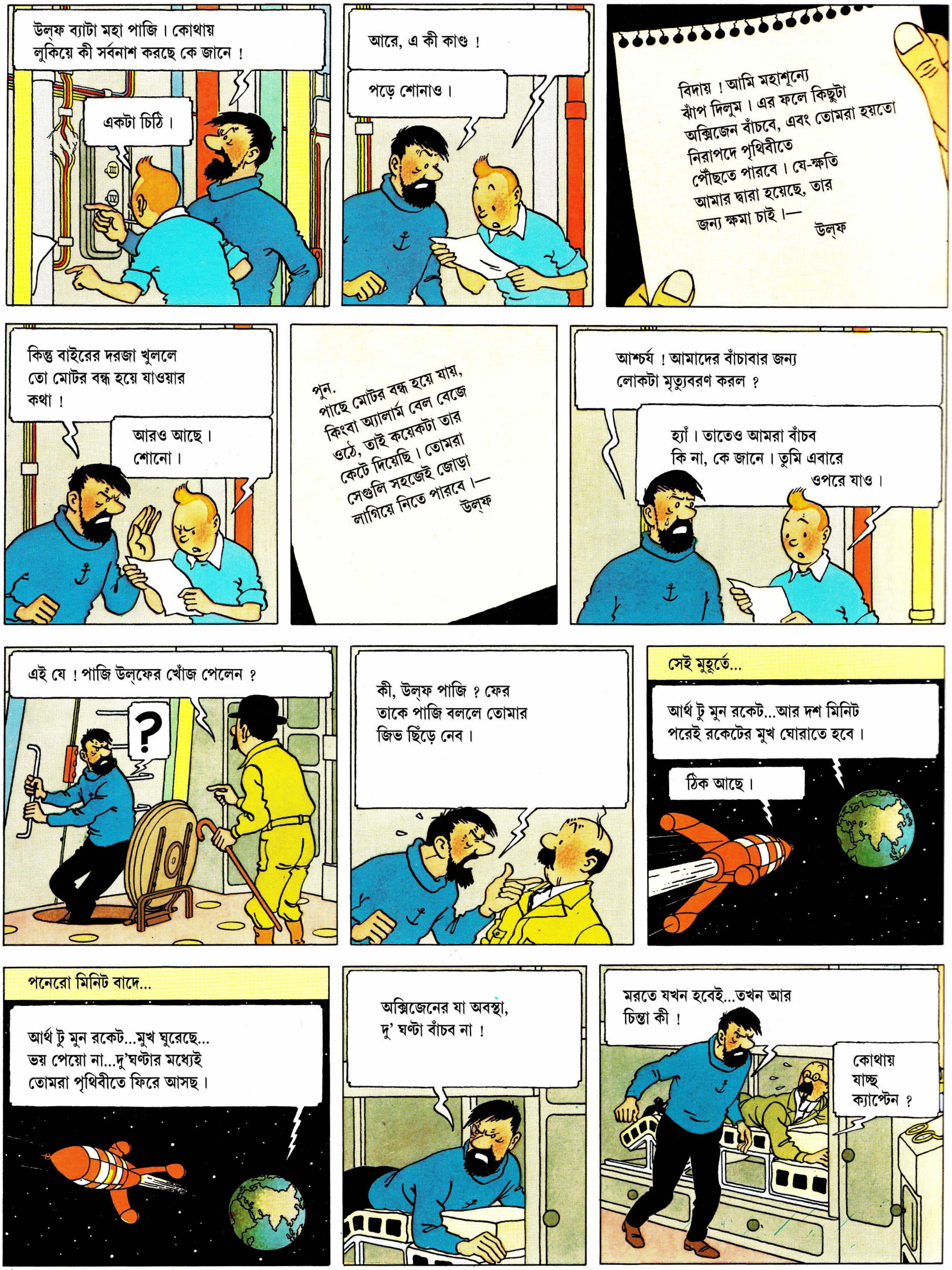

উল্‌ফ ব্যাটা মহা পাজি। কোথায় লুকিয়ে কী সর্বনাশ করছে কে জানে !
একটা চিঠি।
আরে, এ কী কাণ্ড !
পড়ে শোনাও।
বিদায় ! আমি মহাশূন্যে ঝাঁপ দিলুম। এর ফলে কিছুটা অক্সিজেন বাঁচবে, এবং তোমরা হয়তো নিরাপদে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারবে। যে-ক্ষতি আমার দ্বারা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাই।— উল্‌ফ
কিন্তু বাইরের দরজা খুললে তো মোটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা !
আরও আছে। শোনো।
পুন. পাছে মোটর বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা অ্যালার্ম বেল বেজে ওঠে, তাই কয়েকটা তার কেটে দিয়েছি। তোমরা সেগুলি সহজেই জোড়া লাগিয়ে নিতে পারবে।— উল্‌ফ
আশ্চর্য ! আমাদের বাঁচাবার জন্য লোকটা মৃত্যুবরণ করল ?
হ্যাঁ। তাতেও আমরা বাঁচব কি না, কে জানে। তুমি এবারে ওপরে যাও।
এই যে ! পাজি উল্‌ফের খোঁজ পেলেন ?
?
কী, উল্‌ফ পাজি ? ফের তাকে পাজি বললে তোমার জিভ ছিঁড়ে নেব।
সেই মুহূর্তে...
আর্থ টু মুন রকেট...আর দশ মিনিট পরেই রকেটের মুখ ঘোরাতে হবে।
ঠিক আছে।
পনেরো মিনিট বাদে...
আর্থ টু মুন রকেট...মুখ ঘুরেছে... ভয় পেয়ো না...দু'ঘণ্টার মধ্যেই তোমরা পৃথিবীতে ফিরে আসছ।
অক্সিজেনের যা অবস্থা, দু' ঘণ্টা বাঁচব না !
মরতে যখন হবেই...তখন আর চিন্তা কী !
কোথায় যাচ্ছ ক্যাপ্টেন ?

বোতলটা শেষ করে তারপর মরব !
আর আমি মরতে ভয় পাই না !
যথেষ্ট হয়েছে। এবারে শুয়ে পড়ো !
শুয়ে পড়তে আমার বয়েই গেছে !
পাঁচটা মানুষ ও একটা কুকুরের শবদেহ পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছবে ! হা হা !
ক্যাপ্টেন, চলন্ত যানবাহনে মদ্যপান করা বেআইনি !
সত্যি, তোদের নুলিয়া হয়ে থাকাই উচিত ছিল।
যা বলেছ তার জন্য ক্ষমা চাও !
ক্ষমা চাও বলছি !
ওরেব্বাবা ! এ যে ডাবল মানিকজোড় !
আধ ঘণ্টা বাদে...
মুন রকেট টু আর্থ...প্রশ্বাস নিতে পারছি না...অক্সিজেনের শেষ সিলিন্ডারও নিঃশেষ...জানি না জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পৌঁছব কি না !
টিনটিন, ধৈর্য ধরো ! আমি ব্যাক্সটার বলছি...আর মাত্র এক ঘণ্টা...
ধন্যবাদ, কিন্তু আর যে...
পারছি না বিদায় !
মর তোরা...রকেট যখন আমাদের হাতে পড়ল না, তখন তোদের মরাই ভাল !

রকেট পৃথিবীতে ফিরে আসছে...
আর্থ টু মুন রকেট...আর মাত্র আট হাজার মাইল...স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু রাখো...
মুন রকেট টু আর্থ...প্রোফেসরকে জাগাবার চেষ্টা করছি...
প্রোফেসর, জাগুন...প্রায় পৌঁছে গেছি... স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু করতে হবে...
প্রোফেসর...প্রোফেসর। হা ভগবান! উনি বেহুঁশ! কী করব এখন?
নিজেই চেষ্টা করে দেখি!
কিন্তু আমি কি সিঁড়ি বেয়ে...
নামতে পারব...?
উঃ, মাথা ঘুরছে!
আর্থ টু মুন রকেট...তোমরা কি কন্ট্রোল কেবিনে?
আর পারছি না...
আর্থ কলিং...
প্রায় পৌঁছে গেছি...
আর্থ টু মুন রকেট...আর্থ টু মুন রকেট...জলদি...আর্থ টু মুন রকেট...শুনতে পাচ্ছেন?
মুন রকেট... শুনতে পাচ্ছেন?
আর্থ টু মুন রকেট...উত্তর দাও...আর দেরি নেই...সর্বনাশ হতে চলেছে।

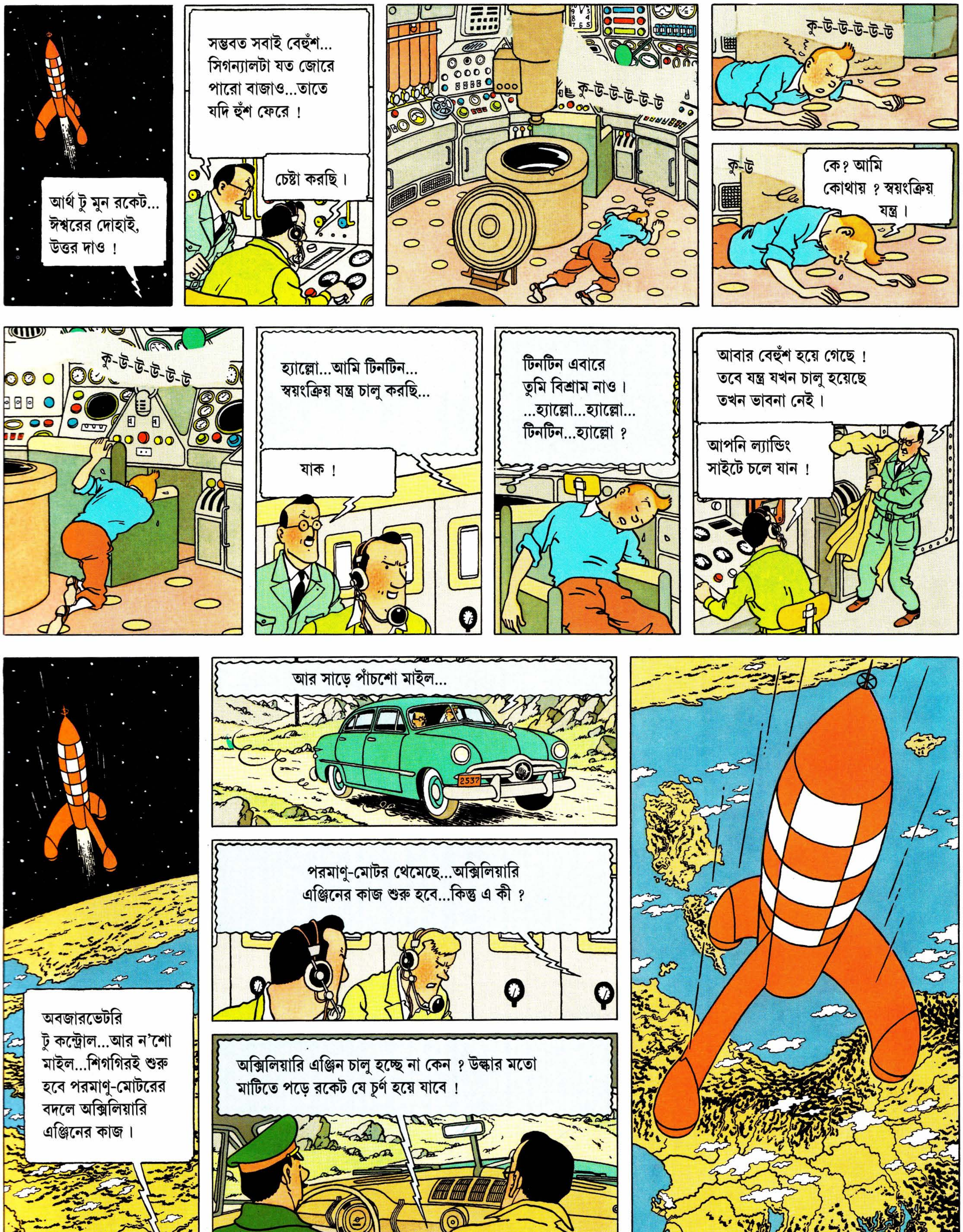
আর্থ টু মুন রকেট... ঈশ্বরের দোহাই, উত্তর দাও !
সম্ভবত সবাই বেহুঁশ... সিগন্যালটা যত জোরে পারো বাজাও...তাতে যদি হুঁশ ফেরে !
চেষ্টা করছি।
কু-উ-উ-উ-উ-উ
কু-উ-উ-উ-উ-উ
কু-উ
কে? আমি কোথায় ? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র।
কু-উ-উ-উ-উ-উ
হ্যাল্লো...আমি টিনটিন... স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু করছি...
যাক !
টিনটিন এবারে তুমি বিশ্রাম নাও। ...হ্যাল্লো...হ্যাল্লো... টিনটিন...হ্যাল্লো ?
আবার বেহুঁশ হয়ে গেছে ! তবে যন্ত্র যখন চালু হয়েছে তখন ভাবনা নেই।
আপনি ল্যান্ডিং সাইটে চলে যান !
অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল...আর ন'শো মাইল...শিগগিরই শুরু হবে পরমাণু-মোটরের বদলে অক্সিলিয়ারি এঞ্জিনের কাজ।
আর সাড়ে পাঁচশো মাইল...
2537
পরমাণু-মোটর থেমেছে...অক্সিলিয়ারি এঞ্জিনের কাজ শুরু হবে...কিন্তু এ কী ?
অক্সিলিয়ারি এঞ্জিন চালু হচ্ছে না কেন ? উল্কার মতো মাটিতে পড়ে রকেট যে চূর্ণ হয়ে যাবে !

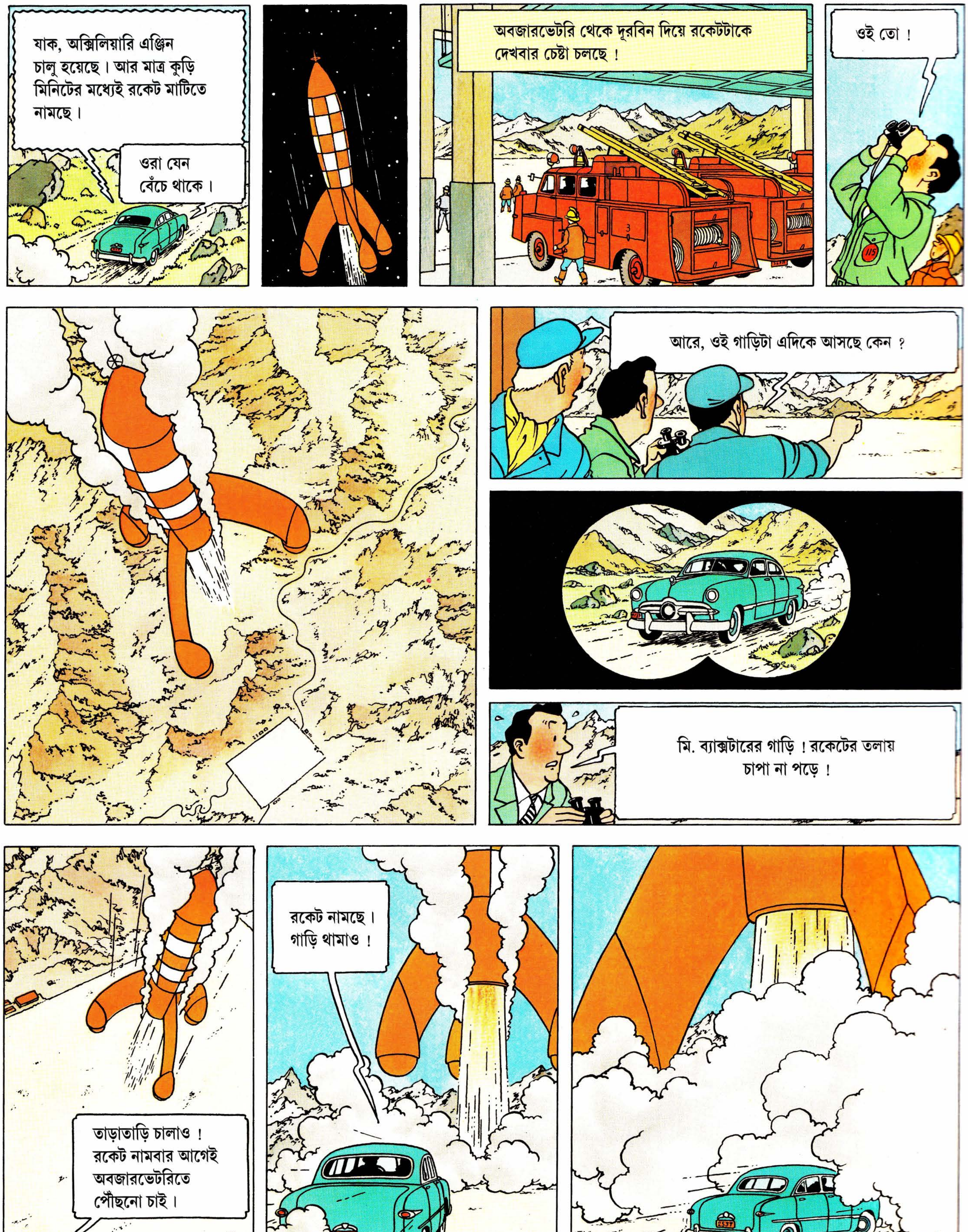
যাক, অক্সিলিয়ারি এঞ্জিন চালু হয়েছে। আর মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যেই রকেট মাটিতে নামছে।
ওরা যেন বেঁচে থাকে।
অবজারভেটরি থেকে দূরবিন দিয়ে রকেটটাকে দেখবার চেষ্টা চলছে!
ওই তো!
আরে, ওই গাড়িটা এদিকে আসছে কেন?
মি. ব্যাক্সটারের গাড়ি! রকেটের তলায় চাপা না পড়ে!
তাড়াতাড়ি চালাও! রকেট নামবার আগেই অবজারভেটরিতে পৌঁছনো চাই।
রকেট নামছে। গাড়ি থামাও!
ক্রি-ই-ই-ই-চ

দমকল থেকে বলছি...রকেট নেমেছে...মি. ব্যাক্সটারের গাড়ি ধোঁয়ার জালে ঢাকা পড়েছে !
গাড়ির লোকরা পুড়ে না ছাই হয়ে যায় ! না-না, ওই তো ওরা !
মি. ব্যাক্সটার, আপনার কিছু হয়নি তো ?
না ! রকেটের খবর নাও ।
কলিং মুন রকেট...দরজা খোলো...দরজা খোলো...
মুন রকেট...দরজা খোলো...
বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে দরজা কাটো !
মিনিট কয়েক বাদে...
চটপট করো !
কেটে ফেলেছি সার !
এই দরজাটা বাইরে থেকেই খোলা যায় !
ব্যাপার কী ? কোনও শব্দ নেই কেন ?

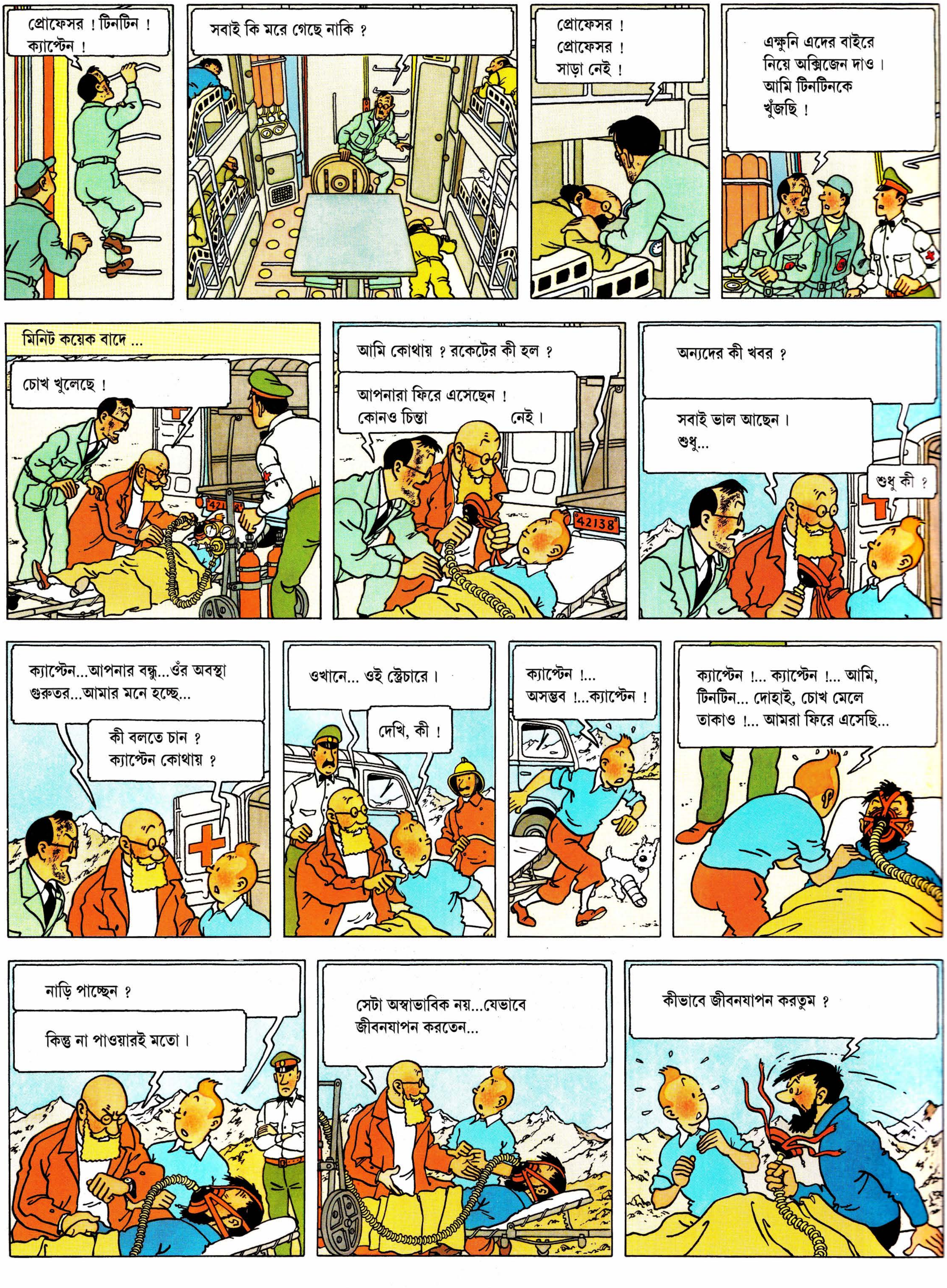
প্রোফেসর ! টিনটিন !
ক্যাপ্টেন !
সবাই কি মরে গেছে নাকি ?
প্রোফেসর !
প্রোফেসর !
সাড়া নেই !
এক্ষুনি এদের বাইরে
নিয়ে অক্সিজেন দাও ।
আমি টিনটিনকে
খুঁজছি !
মিনিট কয়েক বাদে ...
চোখ খুলেছে !
আমি কোথায় ? রকেটের কী হল ?
আপনারা ফিরে এসেছেন !
কোনও চিন্তা নেই ।
অন্যদের কী খবর ?
সবাই ভাল আছেন ।
শুধু...
শুধু কী ?
ক্যাপ্টেন...আপনার বন্ধু...ওঁর অবস্থা
গুরুতর...আমার মনে হচ্ছে...
কী বলতে চান ?
ক্যাপ্টেন কোথায় ?
ওখানে... ওই স্ট্রেচারে ।
দেখি, কী !
ক্যাপ্টেন !...
অসম্ভব !...ক্যাপ্টেন !
ক্যাপ্টেন !... ক্যাপ্টেন !... আমি,
টিনটিন... দোহাই, চোখ মেলে
তাকাও !... আমরা ফিরে এসেছি...
নাড়ি পাচ্ছেন ?
কিন্তু না পাওয়ারই মতো ।
সেটা অস্বাভাবিক নয়...যেভাবে
জীবনযাপন করতেন...
কীভাবে জীবনযাপন করতুম ?

ক্যাপ্টেন, তুমি বেঁচে আছ ?
আলবাত বেঁচে আছি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকব।
যাক, সবাই বেঁচে আছ তা হলে !
চন্দ্রবিজয়ী আসছেন !
এসো, হ্যান্ডশেক করো !
কুট্টুস রে, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।
আপনার পানীয় !
ধন্যবাদ !
আমাকেও একটু দাও হে ! খেয়ে দেখি কেমন জিনিস !
এই নিন !
চাঁদে আমাদের পায়ের ছাপ রেখে এসেছি ! সেই ছাপ কি ধুলোয় ঢাকা পড়বে ?
কভি নেহি ! আবার আমরা চাঁদে যাব !
!
কী, আবার চাঁদে যাবে ?
মরবার ইচ্ছে হয়েছে ? আর তা ছাড়া চাঁদ কি একটা যাওয়ার মতো জায়গা ?
দ্যাখো প্রোফেসর, চাঁদে গিয়ে বুঝেছি যে, জায়গা হিসেবে...
?
42138
পৃথিবীই ভাল !

স মা প্ত

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই

দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স

হাঙরহ্রদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

9 788172 155742